ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 January 2022 ■ আগরতলা ২২ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৮ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নতুন ইতিহাস

পূর্ণ রাজ্য দিবসের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারি সফল ভাবে সম্পন্ন।

রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক যুগের সূচনা
জিবি হাসপাতালে সফল ওপেন হার্ট সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বৈপ্লবিক যুগের সূচনা হয়েছে। এই প্রথম আগরতলা জি বি পি হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারী সফলতার সাথে করেছেন কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা: কনক নারায়ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দল। উদয়পুরের বাসিন্দা মাধবী দাস এখন সুস্থ রয়েছেন। খুব শীঘ্রই তিনি বাড়ি যেতে পারবেন বলে ডা: ভট্টাচার্য আশা প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবে রাজ্যবাসীর জন্য বিরাট প্রাপ্তি, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে এবং ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ১৯৭২ সালে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে কঠিন রোগের চিকিতা ত্রিপুরায় সম্ভব ছিল না। আজ দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার সহ নিউরো সমস্যা এবং এখন হৃদরোগের চিকিৎসাও ত্রিপুরায় সম্ভব হচ্ছে। বহি:রাজ্যে চিকিৎসার জন্য গিয়ে ত্রিপুরার বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। এখন নিজ রাজ্যেই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিতা সম্ভব হচ্ছে। এখনো অনেকটা পথ অতিক্রম করা বাকি থাকলেই স্বাস্থ্য নতুন সূর্যোদয় ত্রিপুরার জনগণকে ভীষণ স্বস্তি দিয়েছে, মানতেই হবে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরায় প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারির বর্ণনা দিলেন ডা: কনক নারায়ন ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন। আমাদের এখন লক্ষ্য ত্রিপুরার জনগণকে রাজ্যেই সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান। তিনি জানান, গত ২০ জানুয়ারি গি বি পি হাসপাতালে প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারী হয়েছে। উদয়পুরের বাসিন্দা মাধবী দাস সার্জারির পর এখন সুস্থ আছেন। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে এবং খুব শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

ডা: ভট্টাচার্য বলেন, মাধবী দাসের বুকে যন্ত্রণা এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। ফলে, তার ফুসফুসেও সমস্যা হচ্ছে। মূলত, তাঁর হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুস নষ্ট হচ্ছিল। এক্ষেত্রে ওপেন হার্ট সার্জারী ছাড়া রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়। তাই, সমস্ত রকম পরীক্ষা করে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তিনি জানান, ওই সার্জারির ক্ষেত্রে রোগীকে সম্পুর্ন অজ্ঞান করতে হয়। তারপর তার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্ত ক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত করে সার্জারী করতে হয়। কারণ, কোনভাবেই শরীরে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করা যাবে না। সেই মোতাবেক ওই রোগীর বুক কেটে হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের সমস্ত ক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত করে দুইটি অঙ্গের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তার হৃদযন্ত্রের রোগ সারাই করা হয়েছে। ওই কাজ সফলতার সাথে সমাপ্ত হওয়ার পর যন্ত্রের উপর আসতে আসতে নির্ভরতা কমিয়ে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস স্বাভাবিক ও সতেজ করে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, ওই সার্জারির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান, নার্সদের সহযোগিতার খুব প্রয়োজন ছিল। সকলেই খুবই দক্ষতার সাথে সার্জারিতে সহায়তা করেছেন। তিনি জানান, ওই সার্জারিতে ৪ ঘন্টা সময় লেগেছে। গতকাল রাতেই তাঁর জ্ঞান ফিরেছে এবং আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ত্রিপুরা অসীম সম্ভাবনার ভূমিতে পরিণত হচ্ছে

পূর্ণ রাজ্য দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। পূর্ণ রাজ্য দিবসে ত্রিপুরার বিকাশে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মানিক্য শাসনকাল থেকে ত্রিপুরার গরিমা এবং অংশীদারিত্বের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার জনগণের একতা এবং সামাজিক প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় এভাবেই সমগ্র রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের তিন বছরের উন্নয়নের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ত্রিপুরা অসীম সম্ভাবনার ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। সাথে উন্নয়নের প্রশ্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অসাধারণ প্রদর্শনের বিষয়ে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগাযোগ পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এই রাজ্য দ্রুত গতিতে ব্যবসায়ীক হাব হতে যাচ্ছে। সড়ক পথের সাথে রেলওয়ে, আকাশপথ এবং জলপথে ত্রিপুরা সমগ্র বিশ্বের সাথে জুড়তে চলেছে। তাঁর বক্তব্য, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ২০২০ সালে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে হলদিয়া থেকে পণ্য আমদানি করেছে। সাথে তিনি এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী গরীবদের পাকা ঘর দেওয়া এবং ঘর নির্মানে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে রাজ্যের প্রশংসনীয় কাজের বিষয়েও চর্চা করেছেন। তিনি বলেন, লাইট হাউস যোজনা ছয়টি রাজ্যে চলছে এবং তার মধ্যে ত্রিপুরাও রয়েছে। তাঁর কথায়, গত তিন বছরের কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা সংক্রমিত ১০৩৪, মৃত্যু পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে আবারও নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে রাজ্যবাসীকে। করোনা আক্রান্তের মৃত্যু ত্রিপুরায় লাগাতর বেড়েই চলেছে। অবশ্য, সুস্থতাও গতি তীব্র করেছে। তবুও, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আট হাজার কাছাকাছি পৌছে গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ১৩৭৫ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭০৬৫ জনকে নিয়ে মোট ৮৪৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১০৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৯২৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১০৩৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা সামান্য কম হওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হারও কমে হয়েছে ১২.২৫ শতাংশ। গতকাল ৮৭০৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১১৮৫ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৭ জনের।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৮৭২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৭৭৬ জন। প্রসঙ্গত, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

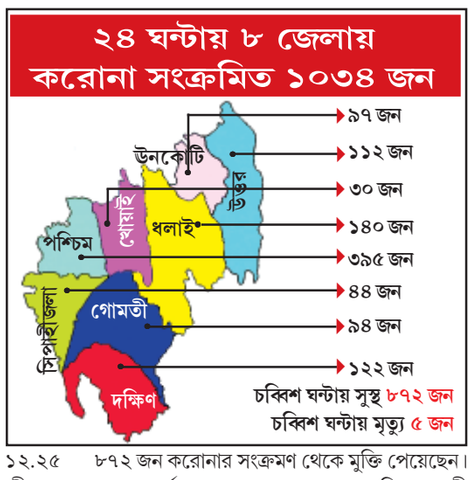

অষ্টলক্ষ্মীকে আত্মনির্ভর করার দিশায় কাজ চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষ আজ রাজ্যব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র দেশ আত্মনির্ভর ভারত ও স্বনির্ভরতা এই দুই মন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে উন্নয়নের প্রশে একদা উপেক্ষিত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অষ্টলক্ষীকে আত্মনির্ভর করার দিশায় কাজ চলছে। পাশাপাশি ত্রিপুরাকেও সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বিকাশমূলক কর্মকাণ্ডে গতি সম্প্রসারিত হয়েছে।

তিনি বলেন, ভাবি প্রজন্মের সামনে একটি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরতে অগ্রণী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম নিতাই দাস।

জানা গেছে, ওই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কীর্তন শেষে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই মধুপুর হাসপাতাল চৌমুহনীতে তার ওপর হামলা সংগঠিত হয়। হামলায় আহত নিতাই দাসের চিৎকার শুনে পার্শবর্তী লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এব্যাপারে আহতদের পরিবারের তরফ থেকে মধুপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ জানুয়ারি।। চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত ভাগ্যপুর এলাকায় ৫৩ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ করেই গাছের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় গোপেন্দ্র দেবনাথকে দেখতে পান এলাকার জনৈক বাসিন্দা। সাথে সাথেই বিষয়টি জানানো হয় গোপেন্দ্র দেবনাথের পরিবারকে।

খবর পেয়েই পরিবারসহ এলাকাবাসী জড়ো হন ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় কৈলাশহর থানায়। কৈলাশহর থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত গোপেন্দ্র দেবনাথের ভাই সুশান্ত দেবনাথ জানান, গোপেন্দ্র দেবনাথ মানসিক ভাবে অসুস্থ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুকে ছয়দিন যাবত নিখোঁজ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। করবুক থানা এলাকায় এক মহিলা গত ৬ দিন ধরে নিখোঁজ। নিখোঁজ মহিলার নাম খিচুড়ি চাকমা। তার বাড়ি শুকনাছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খিচুড়ি চাকমা নামে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন নিকটাত্মীয়সহ সম্ভাব্য সব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান সন্ত্রাসে নিহত দুই, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। শুক্রবার ভোররাতে মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির বাউন্ডারি ভেঙ্গে বসতঘরে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়।

তাতে অবশ্য হতাহতের কোনো খবর নেই। পরিবারের লোকজনরা গভীর রাতে বিকট আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করেন বাড়ির ভিতরে একটি গাড়ি উল্টে পরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনী ছুটে এসে তৎপরতা চালালেও সেখান থেকে কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি। আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের নাম সুকুমার দাস।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহরের প্রতাপগড়ের মেড্ডা চৌমুহনী এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম মোহম্মদ রহিম। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। আহত যুবকের বাড়ি দক্ষিণ রামনগর এলাকায় বলে জানা গেছে। বাইক নিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই যুবক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের সমস্যায় তেলিয়ামুড়ায় ভোগান্তির শিকার যান চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। টিএনজিসিএলের বদন্যয়তায় তেলিয়ামুড়া সিএনজি ফিলিংস্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার অটো চালক সহ অনান্য যানবাহনের চালকরা। অভিযোগের তীর তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াই বাড়িস্থিত একমাত্র সিএনজি ফিলিংস্টেশনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দীর্ঘদিনের। জানালেন সিএনজি সুবিধাভোগী অটো সহ অন্যান্য যানবাহনের চালকরা। বিশেষ করে অটো চালকদের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে।

ফিলিংস্টেশনে আসা অটো চালকদের অভিযোগ, সিএনজির জন্য রাত ৩:৩০ মিনিটে এসে দীর্ঘ লাইন ধরেও সকাল ১১:০০ টা বেজে যায় তবু তাদের সিএনজি মেলেনা। তাছাড়া যে পরিমান গ্যাস পাওয়ার কথা সে পরিমান গ্যাস পাচ্ছেন না। পুরোনো প্রেসার মেশিন দিয়ে সিএনজি প্রদানের ফলে চালকরা প্রেসার পাচ্ছেন না। আক্ষেপের সুরে জনৈক অটো চালক জানান, তাদের রুজি রোজগারের একমাত্র সম্বল এই অটো। কিন্তু দীর্ঘ লাইন ধরে ছয়-সাত ঘণ্টা অপেক্ষার পর সিএনজি ফিলিং করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে তাদের আর গাড়ি চালিয়ে রোজগার করাটা সম্ভব হয় না। সব মিলিয়ে বলা চলে মহকুমার একমাত্র সিএনজি ফিলিংস্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার অটোচালক সহ বিভিন্ন যানবাহন চালকরা।

তাছাড়া গাড়ি চালিয়ে রোজগার করা পর্যন্ত দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। অন্যদিকে এবিষয়ে হাওয়াইবাড়িস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনটির অপারেটর বিরাজ দাস জানান, অফিশিয়াল ভাবে নাকি সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত সিএনজি ফিলিংস্টেশনটি যান চালকদের পরিষেবা প্রদান করা হয়। আর ফিলিংস্টেশনে সিএনজি দেওয়ার সময়সীমা কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয় বলে জানায় ফিলিংস্টেশনের অপারেটর। এখন দেখার বিষয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যান চালকদের সমস্যা দূরীকরণে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিকাশ ও বিনিয়োগ ত্রিপুরার জন্য অপেক্ষা করছে, স্বপ্ন ফেরি অমিত শাহের

আধুনিক ত্রিপুরা বীর বিক্রমেরই অবদান
পূর্ণ রাজ্য দিবসে শ্রদ্ধায় স্মরণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। পূর্ণ রাজ্য দিবসে হৃদয় থেকে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরকে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। ত্রিপুরার বিকাশের ভিত স্থাপনে মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি। সাথে আগামী ২৫ বছরের জন্য সংকল্প পত্র তৈরী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার পিঠ চাপরেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, আরও অনেক বিকাশ এবং বিনিয়োগ আগামীদিনে ত্রিপুরার জন্য অপেক্ষা করছে বলে স্বপ্নও ফেরি করলেন তিনি। ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে সমগ্র রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন অমিত শাহ।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অতীতের পাতা থেকে স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দেশভাগের সময়কার বিভীষিকার বর্ণনায় ত্রিপুরার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলের, দেশভাগের বিভীষিকাময় যন্ত্রণা ত্রিপুরা সহ্য করেছে। ব্রিটিশদের ভাগ কর শাসন কর নীতি গ্রহণে মহারাজা বীর বিক্রম প্রথম রাজা ভারতভুক্তিতে সায় দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কথায়, মুসলিম আততায়ীরা ত্রিপুরায় প্রবেশের পরিস্থিতি সামলাতে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল অসম থেকে বায়ু সেনা পাঠিয়ে ত্রিপুরার সাহায্য করেছিলেন। তাই, আজকের স্বর্নিম দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকেও শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে মহারাজা বীর বিক্রমের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। রুদ্রসাগর, নীরমহল, শিক্ষার জন্য জমি দান, বিমানবন্দর সর্ব ক্ষেত্রেই মহারাজা ত্রিপুরাকে আধুনিক করে তোলার অকৃত্রিমভাবে চেষ্টা করেছেন। তাই, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগরতলা বিমানবন্দর মহারাজা বীর বিক্রমের নামাকরণ করেছেন। অমিত শাহ বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম সব সময় প্রতিভার অন্বেষণে থাকতেন। এজন্যই তিনি আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাই, দেশ আজ মহান বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য পেয়েছে। তাঁকে হৃদয় থেকে প্রণাম জানাচ্ছি, বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার আজ লক্ষ্য ২০৪৭ ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাপত্র শুধুই দস্তাবেজ নয়। ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খার আধুনিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১০৭ ▫ ২২ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ৮ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উন্নত শিশু শিক্ষা মানব সম্পদ গঠনের মূল হাতিয়ার

শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে দেশ উন্নত হইবে না। উন্নত দেশ গঠনের মূল মন্ত্র হলো মানবসম্পদ। মানবসম্পদ অন্যতম হইবে সমাজ ও রাষ্ট্র কোন দিনই উন্নত হইতে পারিবে না। প্রবীণরা সারাজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় পূজা। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রবীনদের প্রতি অবজ্ঞা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে না। প্রবীনদের অবদান কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন শিশুকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তেমনি প্রবীনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

জন্ম-মৃত্যু জীবনের নিয়ম। সভ্যসমাজ সন্তানের জন্মকে উদযাপনীয় গণ্য করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষা করে মানুষ। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও লালন করেন যে-নারী, এজন্য তাহার বিশেষ যত্ন ও মর্যাদা প্রাপ্য হয়। আমন্ত্রিত প্রিয়জনদের মিয়া একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। মানবশিশুর মুখে প্রথমবার সেই ভাত তুলিয়া দেওয়ার মুহূর্তটিও উদযাপনের বিষয় করিয়া নিই আমরা। সকলের প্রার্থনা থাকে, এই ছেলে বা মেয়েটি এইভাবে সারাজীবন তাহার প্রিয় সুখাদ্যগুলিই পাইবে। অন্নকষ্টের মতো কষ্ট নাই। এই শিশুটিকে কোনওদিন যেন সেই করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইতে না-হয়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয় তাহাদের। এইভাবে একটি মানুষ যৌবনে পা দেয়। তাহাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে উপনীত মানুষকে কর্মজীবন থেকেও অবসর নিতে হয়। অবসরগ্রহণের দিনটিও উদযাপনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরা অবসৃত কর্মীর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেন। বিদায়সংবর্ধিত মানুষটি সেইদিন থেকে সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক নামে পরিচিত হন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পরবর্তী যে জীবনখণ্ড, সেটাই মূলত তাহার দেবার কাল বা কর্তব্যসম্পাদনের পর্ব। এই পর্বে মানুষকে কাজ করিতে হয় তাহার কর্মস্থলের জন্য। তাহার জন্য তিনি বেতন, পারিশ্রমিক কিংবা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। সেই টাকা নানাভাগে বণ্টিত হয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পরিবার প্রতিপালন, করপ্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য এবং বিবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনের এই অপরিমেয় কর্তব্য-দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে, অলিখিতভাবে, কিছু প্রাপ্য হয় মানুষের। যেমনপুত্র-কন্যাসহ পরিবারে যাহারা অনুজ থাকে, তাহারা প্রবীণদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেবে, তাহাদের যথাবিহিত সম্মান করিবে। কিন্তু বাস্তবে অতটা সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে হন না। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যাদের অবহেলাই পাথেয় হয় অনেকের। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কোনও কোনও কীর্তিমান নিগ্রহও করে। তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত বাড়ি থেকেই বাবা-মাকে বাহির করিয়া দেয় কোনও কোনও কুলাঙ্গার। এই পাপাচার বন্ধ করিতে আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হয় শেষমেশ। হাইকোর্টের ভর্ৎসনা এবং কঠিন সাজার মুখে পড়িয়া অনেক কুসন্তান বাধ্য হয় বাবা-মাকে বাড়ি ফিরাইয়া নিতে, তাহাদের প্রাপ্য যত্নআত্তি করিতে।

শুধু সন্তান কিংবা পরিবারই নয়, প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব এড়াইয়া যায় রাষ্ট্রও। প্রবীণদের যে-ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্য, বিশেষ করিয়া ভারতে, তাহা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ নাগরিকই পর্যাপ্ত পেনশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। অথচ, শেষজীবনে এই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পেনশন নেই অথবা নামমাত্র বলিলে নাগরিকরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেনব্যাঙ্কে কিংবা ডাকঘরে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে। এছাড়া কিছু অর্থ জমে পিএফ এবং পিপিএফ অ্যাকাউন্টে। অবসরের পর কেউ কিছু গ্র্যাচুইটিও পাইয়া থাকেন। মানুষের প্ল্যান থাকে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নতুন করিয়া কোনও স্বীকৃত বিশ্বস্ত ফান্ডে গচ্ছিত রাখিবেন। তাহার থেকে অর্জিত সুদের টাকায় তাহার বাকি জীবনটা যা-হোক করিয়া পার হইয়া যাইবে। সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাসে সাত বছরে রেকর্ড করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার।। সঞ্চিত অর্থে প্রবীণদের সংসারখরচ নির্বাহ করা এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। এর বাইরেও কিছু সুবিধা পাইতেন তাহারা।শিশু ও প্রবীনদের প্রতি দেশের সরকারের আরো দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও নাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বন্দি নিখোঁজ, ডিজিপি-কে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বন্দি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার এই মামলার শুনানি হয়। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে থাকা সমস্ত নথি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের (এজি) কাছে জমা দিতে হবে। এজি এক জন ডিজিপি পদমর্যাদার অফিসার নিয়োগ করবেন। ওই অফিসার তদন্তের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দেবেন।পাশাপাশি এই মামলায় জেল কর্তৃপক্ষের যে গাফিলতি ছিল তা-ও উঠে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতেই ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, এমন পুলিশ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না, যিনি সরাসরি জেলের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এই মামলায় জেল কর্তৃপক্ষের আইনজীবী অমিতেশ বন্দোপাধ্যায় বলেন, "জেলের ক্যামেরা চলছিল। লাইভ ছবিও উঠেছে। কিন্তু ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ড (ডিভিআর) কাজ না করায় রেকর্ড হয়নি। ওই বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের দেখানো হলে তাঁরাও ফুটেজ উদ্ধার করতে পারেননি।" গত ৬ ডিসেম্বর বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে বাগনানের বাসিন্দা ৫০ বছরের রঞ্জিত ভৌমিককে মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয় উলুবেড়িয়ার মহকুমা আদালত। প্রায় ১৫ দিন ধরে জেলে ছিলেন তিনি।অবশেষে পিতার খোঁজ পেতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ পুত্র। বাবাকে আনতে প্রেসিডেন্সি জেলে যান তাঁর ছেলে বুদ্ধদেব ভৌমিক। তাঁর অভিযোগ, এক ঘণ্টা বসতে বলে প্রায় চার ঘণ্টা তাঁকে বসিয়ে রাখেন জেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে তাঁরা জানান, আগের দিন রাত ৮টায় রঞ্জিতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও রঞ্জিত বাড়ি ফেরেননি।

গোয়ায় কংগ্রেসকে অভিষেকের তুলোধনায় পাল্টা অধীরের তোপ

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : সৈকত-রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কংগ্রেসের তুলোধনা করতে গিয়ে বলেছেন, "কংগ্রেসকে সমর্থন করার অর্থ বিজেপিকে ভোট দেওয়া। কংগ্রেসকে ভোট দিলে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক বাড়বে। তাতে গোয়ায় বিজেপিকে উৎখাত করা যাবে না।" শুক্রবার পাল্টা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মন্তব্য, "আগেভাগেই হারের দায় সেরে রাখছে। জানে, যে হেরে যাবে। একা লড়ার ক্ষমতা নেই। তাই দায় কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এদিকে, বাংলার লুটের টাকা গোয়ায় নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসেরই নেতাদের ভাঙিয়ে দল বাড়াচ্ছে।" অধীরবাবুর সংযোজন, "আরব সাগরের জলে যখন তৃণমূল ধুয়ে যাচ্ছে তখন দায় কংগ্রেসের ঘরে চাপাচ্ছে। আর বোঝাতে চাইছে তৃণমূল একাই পারে। তা তোমরা কেন আগে জোটের প্রস্তাব দাওনি ? কেন ঘাতকের মতো কংগ্রেস ভাঙার চক্রান্ত করছ ? এখন কী করবে বুঝতে না পেরে দায় চাপাচ্ছে কংগ্রেসের ওপর!"

প্রসঙ্গ দেশপ্রেম নেতাজি বনাম সাভারকর

প্রবীর মজুমদার

গত শতকের চল্লিশ দশকের গোড়ার দিক। ভারতেরস্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায় চলছে তখন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র এবং তার আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র স্বাধীনতা উদ্যোগকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিল আরএসএস। নেতাজি যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাহিনী গড়ছেন তখন হিন্দু মহাসভা তথা আরএসএস বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের পক্ষে তীব্র প্রচার গড়ে তুলছে। তারা প্রচার করেন যে, যুদ্ধ যখন দোরগোড়ায় সে হাজরি তখন হিন্দুরা তাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুক। ব্রিটিশ বাহিনীতে সব বিভাগেই হিন্দুদের ব্যাপকভাবে নাম লেখাতে হবে। অবিলম্বে বিশেষত বাংলা এবং আসাম প্রদেশ থেকে হিন্দুদের উত্থিত করতে হবে এবং ব্রিটিশদের প্রতি পরম আনুগত্য রেখে যুদ্ধ করতে হবে। শুধু ভাষণ বা প্রচার নয়, সদলবলে কাজেও ঝাপিয়ে পড়েন সাভারকর। পরের কয়েক বছর ধরে রীতিমতো রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্প সংগঠিত করে ব্রিটিশ বাহিনীতে হিন্দুদের নিয়োগ করতে থাকেন, যারা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধরে এগিয়ে আসা আজাদ হিন্দ ফৌজকে আটকাবে। এই রিক্রুটমেন্টের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গুন করে ফেলে হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস, যে বোর্ড ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করবে। সাভারকরের এই উদ্যোগ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে বিধবতত করতে ব্রিটিশদের অত্যন্ত সহায়ক হয়। বস্তুত সাভারকরের স্লোগানই ছিল "সমগ্র রাজনীতির হিন্দুকরণ ও হিন্দুদের সামরিকী করণ" "হিন্দুকরণ" আসলে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই বোঝায় তা বিআর আম্বেদকর সবচেয়ে তীব্র ভাষায় তখনই উন্মোচিত ত্ত করেছিলেন। সাভারকরের এইসব রিক্রুটরা যুদ্ধের শেষে সেনা থেকে বাদ পড়ে হিন্দু জঙ্গিবাহিনী গঠন করে দেশভাগের সময় বিহার, উত্তরপ্রদেশের বড় বড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুল ভূমিকা নিয়েছিল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনী যে কেবল ভারতের হিন্দু- মুসলমান-শিখ সহ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে দেশের মানুষের সামনে হয়েছিল তাই নয়, সেই বাহিনীতে সেহগলের নেতৃত্বে চালিত নারী বাসির রানি ব্যাটেলিয়ন নারী পুরুষ সম-মর্যাদার ঐক্যবদ্ধ হবা অঙ্গীকার। বলা বাহুল্য, জাত-ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে সম মর্যাদায় ঐক্যবদ্ধ হবার এই জাতীয় মুখছবিটি হিন্দু মহাসভা-আরএসএসের উচ্চবর্ণের হিন্দুত্ববাদের পুরুষতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধমী। আর এস এস-হিন্দু মহাসভার উদ্যোগের ফলে ভারতীয় সেপাইদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধবন্দিদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশ অফিসাররা দেশীয় সেপাইদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ বাহিনী আসলে দেশদ্রোহী। শেষ পর্যত অসংখ্য বন্দিকে ভারতীয় সেপাইরা হত্যা করে। ব্যারাকপুর-বারাসত রোডের নীলগঞ্জ বন্দি শিবিরে ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর অন্তত হাজার তিনেক যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা হয়।

নেতাজির সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্যোগকে কংঘেসের ত্ত নেতারা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেননি। কিন্তু ১৯৪৪ সালে রেঙ্গুন থেকে এক বেতার ভাষণে নেতাজি প্রথম মহাত্মা গান্ধিকে "জাতির পিতা" হিসাবে অভিহিত করেন। ফ্যাসিস্ট জার্মানি এবং জাপানের সঙ্গে নেতাজির কৌশলগত সম্পর্ককে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিও মেনেনিতে পারেনি। অনেক কটুক্তিও করেছিল। পরে সেদিনের অবাঞ্ছিত সমালোচনা নিয়ে তারা ভুল স্বীকার করে। নেতাজির আদর্শকে তারা এগিয়েও নিয়ে গেছে। লক্ষ্মী সেহগলের মতো অনেকে কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছেন।

> আর এস এস-হিন্দু মহাসভার উদ্যোগের ফলে ভারতীয় সেপাইদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধবন্দিদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশ অফিসাররা দেশীয় সেপাইদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ বাহিনী আসলে দেশদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বন্দিকে ভারতীয় সেপাইরা হত্যা করে। ব্যারাকপুর-বারাসত রোডের নীলগঞ্জ বন্দি শিবিরে ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর অন্তত হাজার তিনেক যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা হয়।

নেতাজি ফ্যাসিস্টদের সহযোগিতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিকে পরাজিত করবেন এমনটা মোটেও ভাবেননি। বরং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে একবার আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতে প্রবেশ করলে দেশের ভিতর থেকেই বহু মানুষ তাতে যোগ দেবেন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আর্মিও ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। আপাত অর্থে ব্যর্থ হলেও তিনি যে একদম ভুল ভাবেননি তা আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার চলাকালীন ব্যাপক দেশপ্রেমী আবেগ ও নৌ বিদ্রোহ থেকেই স্পষ্ট হয়। ব্রিটিশরা বুঝে গিয়েছিল যে বেশিদিন অনুগত রাখা যাবে না। বছর দুয়েকের মধ্যেই যে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হতান্তরিত করে স্বদেশের দিকে রওনা দিল তার অন্যতমকারণ হিসেবে আজাদ হিন্দ বাহিনীরকর্মকাণ্ডকেই চিহিতি করেছিলেন ভীমরাও আম্বেদকর। স্বাধীনতার পর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কেউ কেড সরকারি উচ্চপদে আসীন হন। নেতাজির অন্তর্ধানের বিষয়টি রহস্যই থেকে যায়। নেহরু সরকার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারই সেই সংক্রান্ত নথি প্রকাশ্যে আনেননি। আজাদ হিন্দ সরকারের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে লালকেল্লা থেকে ভাষণেও নরেন্দ্র মোদি রাজনীতির ঘেরাটোপ অতিক্রম করতে পারলেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও নেতাজি সংক্রান্ত নথি প্রকাশের ব্যাপারে নীরবই থেকে গেলেন। কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু মহাসভা-আরএসএসের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসকে আড়াল করতে চেয়েছেন। হিন্দুত্ববাদী আরএসএসের হাতে যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর রক্ত লেগে আছে তা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। ভারতেরস্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিজেপি বা আরএসএসের পূর্বসূরীদের অবদান নিয়ে সন্দেহের অনেক অবকাশ থেকে যায়। গান্ধিজি বা গান্ধি পরিবারের উদ্দেশে সমালোচনা জারি রাখলেও কিন্তু সেই ইতিহাস মোটেই, বদলাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-জাপানের সাহায্য নেওয়ার জন্য বামপন্থীরা সমালোচনা করেছিল নেতাজির। দেশব্যাপী বিরোধিতার মুখে আজকের বামপন্থীরা সেই মূল্যায়ন বদলেছে। সেই রকমই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আর এস এস এবং নেতাজিরমতামতের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার লড়াইয়েনেতাজি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বিশ্বজুড়ে আর তখন বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু ডানপন্থীদের কর্মকাণ্ড শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট সীমিত। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাংবিধানিক ভাবে অসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ মানা প্রয়োজন

বরুণ দাস

ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে কথিত উত্তরের কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজগুলো নিয়ে মাঝেমধ্যেই বেশ শোরগোল ওঠে। সেই শোরগোল দেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তা বিদেশের মাটিতেও আছড়ে পড়ে। উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বটাই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। ফলে এক প্রান্তের ঘটনা অপর প্রান্তে পৌঁছতে বিশেষ সময় নেয় না। আসলে আমরা তো এখন গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। না চাইলেও সবার খোঁজইত্ত আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির এ এক পরম প্রাপ্তিই বটে। সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে ভারতীয় সেনার হাতে ঘটে যাওয়া নিরীহ নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে বিমর্ষ করছে। শোকে- ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন দেশবাসী। তাদের এই ফেটে পড়াটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কারণ বিনা অপরাধে কেবল সন্দেহের বশে ১৩ জন নিরাপরাধনাগরিককে গুলি করে মেরে ফেলাটা চূড়ান্ত গর্হিতি কাজ, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এই গর্হিত কাজের জন্য ক্ষোভ জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য প্রশ্ন ওঠাটা নতুন কোনও ঘটনা নয়, আগেও উঠেছে।

অভিযোগ অনেক। সেসব অভিযোগের ফিরিস্তি দিতে গেলে এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে নিশ্চিত। অনেকে জানেনও সেসব। এই লেখায় শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যা গোটা দেশ তো বটেই, সারা বিশ্বকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। মণিপুরি-কন্যা খাংজাম মনোরমাকে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। শুধুমাত্র "সন্দেহের বশে" ওই নিরাপরাধ তরুণীর ওপর ভারতীয় ক ঘটনা। কঙ্গনা করতেও হোঁচট খেতে হয়। ভারতীয় গণতন্ত্র ধর্ষিত হয়েছিল দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর পৈশাচিক কাণ্ডে। দেশের সংবিধান, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সযোগ করে দিয়েছিল বিশেষ কালা আইন। ওই নৃশংস ও নারকীয় ঘটনা ও তার প্রতিবাদে সেখানকার মহিলাদের প্রতিবাদী ভূমিকা দেশবাসীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মণিপুরের ওই ঘটনা কোনওভাবেই বিস্মিত হওয়ার নয়। প্রায় দেড় দশক আগের ঘটনা। সময়টা ছিল ২০০৪-এর ১১ জুলাই। সেবার অসম রাইফেলসের জওয়ানরা হাড় হিম করা ঘটনা ঘটিয়েছিল ছোট্ট রাজ্য মণিপুরে।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এমন ঘটনা যখন নতুন নয়, তখন এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? যে অতিরিক্ত ক্ষমতা (আফস্পা বলে সেনাবাহিনী এমন মর্মান্তিক কাজ করার সযোগ পায়, তাকে প্রতিহত করা যায় না কেন? কোনও বিদেশি সেনা কিংবা সন্ত্রাসবাদী নয়, খোদ ভারতীয় সেনারাই অত্যাচার ও হত্যা করছে নিরাপরাধ ভারতীয় নাগরিককে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে? উন্নত ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে সহজলভ্য, সেখানে এমন হঠকারি কাজে ভারতীয় সেনারা উদ্বুদ্ধ হলো কীভাবে?

যে দেশ গণতন্ত্রের বৃহত্তম ভূমি বলে হামেশাই বড়াই করে, নিজেদের সভ্য, ভদ্র ও সচেতন বলে দাবি করে, অন্যদের "অধ্যাত্মিক শিক্ষা' দেওয়ার সাহস দেখায়, সেদেশের সরকার ও তার সেনাবাহিনী সভ্য ও সুশৃঙ্খল হবে, নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, সেটাই তো কাম্য। অর্থাৎ কেবল কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে কথার যথার্থতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হচ্ছে কি? হচ্ছে তো নাই, উপরন্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপামর মানুব। প্রশ্ন এখানেই। কিন্তু সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেই বিপদ। আশপাশের দেশে শাহী বা সেনাশাসন দেখে আমরা নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোর গর্বে বুক চিতিয়ে অনেক গালগল করি। সেসব গালগল্প যে অন্তঃসারশূন্য, তা প্রমাণ করি নিজেদের কৃতকার্ধে। যেমন গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কাজে লিপ্ত আমাদের সরকার বাহাদুর এবং তার রক্ষকেরা। ভারতের "অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ" বলে কথিত জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে আচমকা ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি আমাদেরকে শাহী শাসনের লজ্জাজনক কথাই স্মরণ করায়। গণতন্ত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

আমাদের মতো ভিন রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনেই যখন রাষ্ট্রের নিদা রুণ নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এমন চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়, তখন ওই সব রাজ্যের মানুষের মনে কেমন ভয়াবহ চিন্তাস্রোত বয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। হাড়হিম করা নাগাল্যান্ডের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রের বড় কর্তাদের কতটা আলোনিত করেছে ঠিক জানা নেই, কারণ তাদের মধ্যে তেমন কোনও মানবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি। বিবৃতি বা কথা ছাড়া বিশেষ কোনও বাক্য তারা ব্যয় করেননি। 'দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে' যাঁরা মানুষ-মারা কালাআইন তৈরি করেছেন এবং যাঁরা এই কালা আইন প্রয়োগ করছেন, দু'পক্ষই সমান দোষী। দাড়ি পাল্লায় দাড় করালে অপরাধের নিরিখে কাউকেই কম দোষী বলা যাবে না।

সুতরাং একে অপরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কী কংগ্রেস, কী ভাজপা, সব সরকারই সমান দোষী। নিরপেক্ষভাবে দেখলে বলা যায়, অতি সজ্জন ও কম কথার মানুষ বলে পরিচিত ড. মনমোহন সিং কিংবা ভাজপা'র বকনেওয়ালা বিতর্কিত নরেন্দ্র মোদি-- এক্ষেত্রে কেউই নিজেদের আড়াল করতে পারবেন না। সেনাবাহিনীর "সুরক্ষা"র নামে যেমন নিরীহ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার অবাধ অধিকার সপে দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনই জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে বিচার বিভাগকেও চুপ করিয়ে দেওয়া যায় না। মুক্ত গণতন্ত্রে এ দুটোই সমান নিন্দনীয় তো বটেই গর্থিত অপরাধও বটে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ নিয়ে তেমন একটা সারবস্তা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে যেমন গোটা দেশ জুড়ে মিটিংমিছিল, বিক্ষোভ-অবস্থান, বন্ধ, হরতাল, ধর্মঘট দেখা যায়, তেমনই কিছু হয় না এসব ভয়ঙ্কর ইস্যু নিয়ে।

আসলে হিসেব কষা বিরোধীরা তটুকু বিরোধিতা না করলেই নয়, সেটুকু করেই নিজেদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করেন। কারণ তীরা যদি ক্ষমতায় আসেন তো তারাও তো ঠিক একই পথে হাটবেন। অবাধ্য নাগরিকদের শায়েস্তা' করতে তাদেরও যে ওই কালা আইনই দরকার। তাই ইন্দিরা জামানার কালা-কানুন অন্য নামে অন্য আকারে আরও ধারালো ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ফিরে আসে। "আফস্পা"কে মানবিক' করার কথা তো সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক ব্যাপার। কুখ্যাত আইনটি রদের কথা কেউ বলেন না। কিংবা বললেও তিনি কথা কথা রাখেন না। নোংরা রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে "অতি সজ্জন" মানুষেরাও কেমন যেন বদলে যান। কিংবা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে অন্যায় আপস করে চলেন। যে যাই বলুন না কেন, "রাজার নীতি" কখনও "নীতির রাজা" হতে পারে না। আজ নীতিহীনদের হাতে তাই কেবল ঘুরপাক খায় রাজনীতি। সেই ঘুরপাকে পড়ে প্রাণ হারান নিরাপরাধ নাগরিক। তারা বড় অসহায়। রাষ্ট্রের রক্ষকদের 'সুরক্ষা'র বজ্র আঁটুনিতে নির্বিচারে প্রাণ যায় কেবল নিরীহ নাগরিকের আমাদের মতো আম-জনতার আপশোস এখানেই।

গোটা কাশ্মীর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাহাদুর ওইসব রাজ্যগুলোকে এক-একটা দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ওই দুর্গ কী সাধারণ মানুষকে ন্যুনতম নিরাপত্তা দিতে সক্ষম? যদি সক্ষমই হবে তো এভাবে সাধারণ নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়? শুধু অস্ত্র দিয়ে কি অস্ত্রের প্রত্যাঘাত নিরসন করা যায়? বিশেষ করে দেশের মধ্যে? দেশজুড়ে সশস্ত্র মাওবাদীদের এখনও কি "দমন" করা গেছে? শুধু নিয়ম করে দু'পক্ষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়েছে কি? অনেকে হয়তো বলবেন, দেশের 'অখণ্ডতা রক্ষা'র জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারকে কিছু 'কড়া পদক্ষেপ' নিতেই হয়। এছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলো বেশ যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হবে। "দেশের অখণ্ডতা" বলে কথা। সেখানে আপস কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'কড়া পদক্ষেপ'এর বিকল্প বা দ্বিতীয় কোনও পথের সন্ধান সরকার কখনও ভেবে দেখেছেন কি? কীভাবে নিরাপরাধ নাগরিকদের শুধু সন্দেহের বশে হত্যা না করেও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা বা "অখণ্ডতা" রক্ষা করা যায়?

শুধু সেনাবাহিনীর দিকে আঙুল তুললেই হবে না। যারা রাজ্যের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন? গ্রমাণ। আত্মরক্ষার্থে পুলিশের গুলিচালনা ভুয়ো সংঘর্ষ, পুলিশি হেফাজতে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে বিভিন্ন রাজ্যে, তা তো আমদের সবারই কমবেশি জানা। রাষ্ট্র বা নিজেদের নিরাপত্তার নামে এই মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ড সভ্যতার লক্ষ্য। অনেকে হয়তো এমন কূটপ্রশ্নও তুলবেন, দোষ কি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের? এই রাজ্য কি এর ব্যতিক্রম? না,মোটেও ব্যতিক্রম নয়। কী বাম, কী ডান সব আমলেই সেনা, আধাসেনা, কিংবা পুলিশ-ত্ত নিরাপত্তা বাহিনীর এমন জঘন্য ও নিষ্ঠুরতম প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। একবার তথ্য পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে সবার কাছে। আসলে শাসন ক্ষমতা (ব্যবস্থা) তথা নিজেদের গদিকে অটুট ও অক্ষত রাখতে রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সব সরকারই সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষদের হামেশাই অপব্যবহার করে থাকেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অসমের গুয়াহাটিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দু'দিন ব্যাপী শুনানি হয়ে গেল। অসমের ২৩টি ঘটনা ছাড়াও, মণিপুরের ১৩টি, নাগাল্যান্ডের তিনটি, অরুণাচলের একটি ঘটনা মিলিয়ে ৪০টি ঘটনার শুনানি হয় সেখানে। কমিশনের প্রধান বিচারপতি অরুণ মিশ্র ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নিদান দেন। কিন্তু ক্ষতিপুরণই কি যথেষ্ট? আফস্পার মতো দানবীয় কালাকানুন অবিলম্বে বাতিল করা দরকার। তা না হলে জাতীয় নিরাপত্তার নামে জওয়ানদের তরফে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটতেই থাকবে। নিরাপত্তা রক্ষীদের সদর দফতরের সামনে আর যেন কোনও রাজ্যের প্রতিবাদী নারীরা দল বেঁধে হাতে ফেস্টুন নিয়ে নগ্ন হয়ে উচ্চারণ করতে বাধ্য হন- ভারতীয় সেনা, এসো, আমাদের ধর্ষণ করো। আজকের সভ্য দুনিয়ায় স্বাধীন গণান্ত্রিক দেশে এর চেয়ে নিন্দনীয় ঘটনা আর কিছু হয় না। সেনাকে সাংবিধানিকভাবে অসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ মানা প্রয়োজন। তাদের ভূমিকা রক্ষকের, শাসকের নয়। গণতন্ত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা। অটলবিহারী বাজপেয়ী) এমন কিন কি আমাদের দেশে আদৌ আসবে, প্রশ্ন আমদের এখানেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উদয়পুরে পাঁচটি জলের কোম্পানিকে বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২১ শে জানুয়ারি।। উদয়পুরের ৯ টি জলের কোম্পানিতে হানা দিয়ে কাগজপত্রে বিভিন্ন অসংলগ্নতা থাকায় ৫টি জলের কোম্পানিকে প্রাথমিকভাবে বন্ধ করে দেয় স্বাস্থ্য দপ্তর। উল্লেখ্য, আগরতলার পর শুক্রবার উদয়পুরের বিভিন্ন পানীয় জলের কোম্পানি গুলিতে হানা দেয় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীরু মোহন জমাতিয়া, ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার, ফুড সেফটি অফিসার, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, খাদ্য বিশেষজ্ঞ আধিকারিক, ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নুপুর দেববর্মা সহ বিভিন্ন আধিকারিকগন। হাইকোর্টের নির্দেশে গোটা রাজ্যের সাথে উদয়পুরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই অভিযান চলছে বলে এদিন জানান গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীরু মোহন জমাতিয়া। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই প্রতিনিধি দলটি অভিযানে বেরিয়ে প্রথমে চন্দ্রপুরের একটি জলের কোম্পানিতে গেলে কর্তৃপক্ষ তালা ঝুলিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায় বলে জানা যায়। উদয়পুরের বাদবাকি ও অমরপুরে জলের কোম্পানি গুলিতে খুব শীঘ্রই এই ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে জানান গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীরু মোহন জমাতিয়া। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপি আর কে পুর মন্ডল কর্য্যালয়ে করোনার টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২১ শে জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ১৯৫৬ সালে ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রায় ২৪ বৎসর পর ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। এই বৎসর পঞ্চাশতম পূর্ণ রাজ্য দিবস পালিত হচ্ছে সারা রাজ্যে। এই উপলক্ষ্যে আর কে পুর মন্ডলের উদ্যোগে মন্ডল কার্যালয়ের সামনে ১৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি যাটোর্ধ ব্যাক্তিদের কোভিড এর বোস্টার টিকা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, ৩১ আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস , প্রদেশ কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সৈনিক ও সমাজসেবি সমীর চক্রবর্তী ও পুর পরিষদের কাউন্সিলর সদস্য নুপুর নন্দী, বিজেপি গোমতী জেলা কমিটির সহ-সভানেত্রী সবিতা নাগ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সাধারন জনগণ, মোটর শ্রমিকদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। শ্রমিক ও পথ চলতি মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমু কালানীকে স্মরণ করল জাতীয় সিন্ধি ভাষা উন্নয়ন পরিষদ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার জাতীয় সিন্ধি ভাষা উন্নয়ন পরিষদ মহান বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমু কালানীকে তাঁর ৭৯তম শহিদ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ উপলক্ষ্যে পরিষদের পরিচালক অধ্যাপক ড় আকিল আহমেদ শহীদ হেমু কালানী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী অমর শহীদ হেমু কালানীকে দেশ কখনও ভুলবে না। মুক্তিযোদ্ধা হেমু কালানী তাঁর সহ বিপ্লবীদের সঙ্গে বিদেশী পণ্য বর্জন করেন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা যদি ভারতকে বিশ্বগুরু হতে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের সবাইকে মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভগবানের মত পূজা করতে হবে। সিন্ধি বক্তারা বলেন যে, ১৯৪২ সালে, একজন ১৯ বছর বয়সী কিশোর বিপ্লবী সিন্ধু প্রদেশে তাঁর সহ বিপ্লবীদের সঙ্গে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' স্লোগান দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর উতাহ দেখে সিন্ধুর প্রতিটি বাসিন্দাও উৎসাহিত হয়েছিল। হেমু কালানী সব বিদেশী পণ্য বয়কট করার জন্য জনগণকে অনুরোধ করতেন। ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু করেন। হেমু সর্বদা তাঁর সঙ্গীদেরকে অত্যাচারী ফিরাঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা তৎপরতায় এবং তাদের গাড়ি পোড়ানোর কাজে নেতৃত্ব দিতেন।১৯৪৩ সালের ২১ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসি দেয়। ফাঁসির আগে যখন তাঁকে তাঁর শেষ ইচ্ছা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি ভারতে নতুন করে জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ এবং ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়ে তিনি সানন্দে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সিন্ধি ল্যাঙ্গুয়েজ-এর পরিচালক শহীদ হেমু কালানীর স্মরণে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এ উপলক্ষ্যে পরিষদের পরিচালক অধ্যাপক ড় আকিল আহমেদ, অতিথি হিরো ঠাকুর, মহেশ ছাবরিয়া, নীতু মাতাই ও অনিতা শিবনানী এবং পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্বের শীর্ষ নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারী (হি.স.) : ফের একবার বিশ্বসেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্ব নেতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানেই আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি দুনিয়ার তাবড় নেতাদের নিয়ে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে । আমেরিকার সংস্থা মর্নিং কনসাল্ট প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৭১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মোদিকে পছন্দ করেছেন। মর্নিং কনসাল্ট পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের তরফে এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। তারা নিজেদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, চলতি বছরের গত ১৩ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের, নানা সামাজিক অবস্থানের মানুষের মতামত গ্রহণ করেই এই জনপ্রিয়তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে এও বলা হয়েছে এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে নির্বাচিত হননি। এর আগে ২০২০ সালের মে মাসেও তিনি এই তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। সেই সময় তার জনপ্রিয়তা ছিল ৮৪ শতাংশ। তবে ২০২১ সালের মে মাসে সেই জনপ্রিয়তার হার অনেকটাই কমে যায়, ৬৩ শতাংশে নেমে আসে। ফের ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সবথেকে গ্রহণযোগ্য নেতা হিসাবে শীর্ষস্থানে উঠে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সংস্থা সমীক্ষায় বিশ্বের যে ১৩ জন শীর্ষনেতার গ্রহণযোগ্যতার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে মোদীর পরে মেক্সিকোর আঁদ্রেস মানুয়েল লোপেজ ওবরাডোর ৬৬ শতাংশ, ইতালির মারিও দ্রাঘি ৫০ শতাংশ এবং জাপানের ফুমিও কিশিদা ৪৮ শতাংশ মানুষের পছন্দের তালিকায় রয়েছেন ।আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রত্যেকে ৪৩ শতাংশ পেয়ে যথাক্রমে ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন । এরপরেই রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। তার গ্রহণযোগ্যতার হার ৪১ শতাংশ। সম্প্রতি "পার্টিগেট" অপবাদ পেয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ২৬ শতাংশ জনপ্রিয়তা পেয়ে একেবারে নিচে ঠাঁই পেয়েছেন ।

মর্নিং কনসাল্ট পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের তরফে জানানো হয়েছে, তারা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইটালি, জাপান, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের মতো সরকারি শীর্ষ পদাধীকারীদের গ্রহণযোগ্যতার হিসাব রাখে। প্রতিটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণের উপর সাতদিনের সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানে তাদের মতামত নিয়ে গড় হিসাব করে এই গ্রহণযোগ্যতার হিসাব করা হয়।

কিছু মানুষ দেশপ্রেম ও বলিদান বোঝে না, কেন্দ্রকে বিঁধলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে ফের বিঁধলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের তোপ দাগার কারণ হল, দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা। শুক্রবার এই অগ্নিশিখা স্থানান্তরিত হচ্ছে নবনির্মিত 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এ। তা নিয়েই কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার রাহুল টুইট করে লিখেছেন, কিছু মানুষ দেশপ্রেম ও বলিদান বোঝে না। রাহুল গান্ধী এদিন টুইটে লেখেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের বীর জওয়ানদের জন্য যে অমর জওয়ান জ্যোতি জ্বলন্ত, সেটা নিভিয়ে দেওয়া হবে। কিছু মানুষ দেশপ্রেম এবং বলিদান বোঝে না। তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা আমাদের সেনাদের জন্য অমর জওয়ান জ্যোতি আবার প্রজ্বলিত করব।' যদিও, সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে না অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা, বরং একত্রিত করা হচ্ছে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখার সঙ্গে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর শহিদ ভারতীয় জওয়ানদের স্মৃতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অমর জওয়ান জ্যোতি। ১৯৭২ সালের ২৭ জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধী এই স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেছিলেন। যেখানে সর্বক্ষণ জ্বলে আগুনের শিখা। ঠিকানা বদল করে এবার তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এ।

সোমনাথ মন্দিরের কাছে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন, উপকৃত হবেন পুণ্যার্থীরা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের কাছে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলা এগারোটা নাগাদ ভার্চুয়ালি রিমোটের বোতাম টিপে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত ৭ বছর ধরে পর্যটনের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে দেশ। পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পের অংশই নয়, জনসাধারণের অংশগ্রহণেরও অভিযান।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যে পরিস্থিতিতে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস হয়েছিল এবং মন্দির সংস্কারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, উভয়ই আমাদের জন্য একটি বড় বার্তা। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান অনেক বড়।'

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই দেশ ও বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে যান। বর্তমান সরকারি সুযোগ-সুবিধা মন্দির থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে নতুন সার্কিট হাউসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত এই সার্কিট হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৩০ কোটি টাকারও বেশি। ভিআইপি এবং ডিলাক্স রুম, কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম হল-সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই সার্কিট হাউসে।

রাষ্ট্রসংঘে উত্তর কোরিয়ার পাশেই চিন-রাশিয়া

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : আন্তর্জাতিক মঞ্চে উত্তর কোরিয়ার পাশেই চিন-রাশিয়া। সম্প্রতি মিসাইল উৎক্ষেপণ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে পিয়ংইয়ংয়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব আনে আমেরিকা। কিন্তু কিমের পাশে দাঁড়িয়ে সেই সমস্ত প্রয়াস ভেস্তে দিচ্ছে চিন ও রাশিয়া। মস্কো ও বেজিংয়ের আপত্তিতে আপাতত সেই প্রস্তাব ঠান্ডাঘরে। চলতি মাসেই একের পর এক ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে শক্তি প্রদর্শন করে কিমের ফৌজ। পিয়ংইয়ংয়ের ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণের খবর নিশ্চিত করে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। উত্তর কোরিয়ার এই অতিসক্রিয়তায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দুই প্রতিবেশী দেশ। তারপরই বিষয়টি নিয়ে ফের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। বৃহস্পতিবার বৈঠকের আগে উত্তর কোরিয়ার এহেন আগ্রাসী পদক্ষেপার নিন্দা করার দাবি জানান রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত আমেরিকার দুত লিন্ডা থমাস। তিনি জানান যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান-সহ একাধিক দেশ কিমের ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণের নিন্দা করেছে। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রসংঘে পিয়ংইয়ংয়ের উপর আরও কড়া আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রস্তাব দেয় আমেরিকা। কিন্তু সেই প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য চিন ও রাশিয়া।

উল্লেখ্য, করোনা আবহে দেশের চরম খাদ্যসংকট, আপাতত অস্ত্রভাণ্ডার ভরপুর করার দিকে চিন্তা না করে খাদ্য উৎপাদনে জোর দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান কিম। কিন্তু নতুন বছর শুরু হতেই ফের যুদ্ধাস্ত্রে শান দেওয়া শুরু করেছে উত্তর কোরিয়া। ফের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় নেমেছেন কিম জং উন। প্রসঙ্গত, ২০২১-এর জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট দেশটির রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ে সামরিক কুচকাওয়াজে দৈত্যকার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রদর্শন করেছিল উত্তর কোরিয়া। বিশ্লেষকদের মতে, দৈত্যাকার হাতিয়ারটি হচ্ছে 'সাবমেরিন লঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল' বা ডুবোজাহাজ থেকে উৎক্ষেপণ করার মত ক্ষেপণাস্ত্র। এটি আণবিক অস্ত্রবহনে সক্ষম বলেও দাবি। মূলত আমেরিকাকে ভয় দেখিয়ে কূটনৈতিক মঞ্চে সুবিধা আদায় করতেই কিমের এই শক্তি প্রদর্শন বলে মনে করছিলেন বিশ্লেষকরা।

আর কে পুর নাকের ডগায় চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২১ শে জানুয়ারি।। আবারো রাধাকিশোরপুর থানার নাকের ডগায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো। এবারে মুদি দোকানে চুরির ঘটনা সংগঠিত করলো চোরের দল। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে নাইট কারফিউও চলাকালীন উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানা সংলগ্ন থানা থেকে দুশো মিটার দূরত্বে নিউ টাউন রোড এলাকার বাটালি ঢোকার মুখে। এই ঘটনায় আবারও প্রশ্নচিহ্নের মুখে উদয়পুর শহরে নৈশকালীন পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে নাইট কার্ফু চলাকালীন সময়ে চোরের দল নিউ টাউন রোড এলকার মুদি ব্যবসায়ী মিলন চন্দ্র সরকারের দোকানের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। দোকানের ক্যাশবাক্সে রাখা নগদ তিন হাজার টাকা সহ আনুমানিক কুড়ি হাজার টাকার বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে দোকান মালিক মিলন চন্দ্র সরকার এই ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন।

খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে চুরি করার সময় ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে- অনেককে বলতে শোনা যায় শহরের উপর থানা সংলগ্ন এলাকায় চুরির ঘটনায় পুলিশি হেলামির এবং ব্যর্থতার পরিচয়ের কথা। রাতের বেলায় পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধির দাবি উঠে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল থেকে।

দ্বিধা কাটিয়ে হরক সিংকে নিয়েই নিল কংগ্রেস সদ্য প্রাক্তন নেতার তোপ বিজেপিকে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হরক সিং রাওয়াতকে নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধার মধ্যে ছিল কংগ্রেস। দ্বিধা কাটিয়ে হরক সিংকে দলে নিয়েই নিল কংগ্রেস। শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াতের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন হরক সিং রাওয়াত। এদিন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন হরক সিং। বলেছেন, বিজেপি আমাকে ''ব্যবহার'' ও ''ছুড়ে ফেলা'' ভেবেছিল। প্রায় ছ'বছর আগের কথা, ন'জন বিধায়ককে নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন হরক সিং রাওয়াত। সেই দলত্যাগের ফলেই উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল। জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসন। সেই হরক সিং রাওয়াতকে কিছুদিন আগে বহিষ্কার করে বিজেপি। তারপর থেকেই কংগ্রেসে ফেরার জন্য মুখিয়ে ছিলেন হরক সিং। তবে, তাঁকে দলে ফেরানো নিয়ে দ্বিধার মধ্যে ছিল কংগ্রেস। অবশেষে শুক্রবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন হরক সিং। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরক সিং রাওয়াত বলেছেন, '১০ মার্চ কংগ্রেস যখন পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উত্তরাখণ্ডে জয়লাভ করবে, সেটাই হবে আমার ক্ষমা চাওয়া। বিজেপি আমাকে ''ব্যবহার'' ও ''ছুড়ে ফেলা'' ভেবেছিল। আমি ভীষণ হতাশ ছিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি মতো শেষ মুহূর্তেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিনি।

সাপ্তাহিক কারফিউ লাগু থাকছে দিল্লিতে বেসরকারি অফিস খোলার প্রস্তাবে সায়

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী হতেই বিধিনিষেধে কিছুটা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দিল্লি সরকার। দিল্লিতে সপ্তাহ শেষের কারফিউ শিথিল করার সুপারিশ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার।

সেই সম্পর্কিত সুপারিশ দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বাইজলের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু শুক্রবার এ সংক্রান্ত সুপারিশ খারিজ করলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজল। ফলে দিল্লিতে আপাতত লাগু থাকছে সপ্তাহান্তের কারফিউ। বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা ভেবে আপাতত সাপ্তাহান্তিক কারফিউ প্রত্যাহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। তবে বেসরকারি দফতরগুলিতে ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ চালু করার জন্য দিল্লি সরকারের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন তিনি।

কোভিড-সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের কারণে দিল্লিতে লাগু করা হয়েছিল সপ্তাহান্তের কারফিউ। শুক্রবার রাত দশটা থেকে সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত দিল্লিতে বলবৎ থাকত সপ্তাহান্তের কারফিউ। কিন্তু, কোভিড-সংক্রমণ কমতেই সপ্তাহান্তের কারফিউ তুলে নিতে চেয়েছিল দিল্লি সরকার। পাশাপাশি মার্কেট থেকে জোড়-বিজোড় নীতিও তুলে নেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছে দিল্লি সরকার। কিন্তু, সপ্তাহান্তের কারফিউ তুলে নেওয়ার বিষয়ে কেজরিওয়ালের সুপারিশ মানলেন না অনিল বাইজল।

উত্তর প্রদেশের যুব ইস্তেহারের সূচনা, মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে জল্পনা বাড়ালেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ভোট আসছে উত্তর প্রদেশে, তার আগে উত্তর প্রদেশের যুব ইস্তেহারের সূচনা করল কংগ্রেস। শুক্রবার দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদর দফতরে উত্তর প্রদেশের যুব ইস্তেহারের সূচনা করেছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের, তার মধ্যে ৮ লক্ষ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। এদিন উত্তর প্রদেশের যুব ইস্তেহারের সূচনা করার পর উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, এই ইস্তেহার তৈরির আগে উত্তর প্রদেশের যুব প্রজন্মের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।' কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস হল ভারতের এখন নতুন সংস্করণের প্রয়োজন। বিজেপির সংস্করণ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে জল্পনা বাড়িয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণ করে ইস্তেহার প্রকাশের কর্মসূচিতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য কংগ্রেসের মুখ কে? তার উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "আপনি কি অন্য কোনও মুখ দেখতে পাচ্ছেন?" প্রিয়াঙ্কার এই কথাতেই জল্পনা ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে তা হলে তিনিই কি উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ?

লাগামহীন সংক্রমণ ৩.৪৭-লক্ষের ঊর্ধে, কোভিডে ভারতে একদিনে ৭০৩ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অনেকটাই বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৫৪ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭০৩ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৭.৯৪ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,০১,৮৮,২৫-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৯৪,৭৭৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৫.২৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৭৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৬০,৪৩,৭০,৪৮৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯,৬৯২-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭০৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৮,৩৯৬ জন (১.২৭ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৫১,৭৭৭ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৬০,৫৮,৮০৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৫০ শতাংশ। নতুন করে ৩,৪৭,২৫৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৮৫,৬৬,০২৭ জন।

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা তলানিতে, দিল্লি সহ উত্তর ভারতে শীতেরও কাঁপুনি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের কারণে শুক্রবারও দেরিতে ঘুম ভাঙল সমগ্র উত্তর ভারতের। শুক্রবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। কুয়াশায় মোড়া ছিল হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পঞ্জাব, বিহারও। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। পঞ্জাবের লুধিয়ানা, অমৃতসর ছিল কুয়াশায় ঢাকা, কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল বিহারের পাটনা, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ছিল কুয়াশার দাপট। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ রাজস্থানে ছিল কুয়াশার আস্তরণ, জয়পুরে দৃশ্যমানতা ছিল ২৫ মিটার, গোয়ালিয়রে শূন্য মিটার, পাটনায় ৫০ মিটার, ভুবনেশ্বরে ৫০ মিটার, লুধিয়ানা ও আম্বালায় ২৫ মিটার, পাটিয়ালায় ৫০ মিটার, উত্তর প্রদেশের আগ্রায় শূন্য মিটার, বরেলি ও গোরক্ষপুরে ২৫ মিটার। কুয়াশার কারণে দিল্লিগামী ২১টি ট্রেন এদিন দেরিতে চলছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রাতেও লেবু জল পান করা যায়

লেবু জল পান করার গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যায়। হজমে সহায়ক, লাবণ্য যোগায় ত্বকে, শরীরের বিষাক্ত উপাদান অপসারণ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে। এমন আরও অসংখ্য উপকারিতা আছে। তবে সবখানেই তা পান করতে বলা হয় সকাল বেলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দৈনন্দিন কাজের উদ্দেশ্যের ঘর থেকে বের হতে গিয়েই সবার নাকে মুখে দম হওয়ার যোগাড়, লেবু পানি বানানোর সময় কই।

রাতে ঘুমানো আগে আবার অনেকটা সময়। তবে তখন লেবু জল পান করাটা কতটুকু উপকারী কিংবা অপকারী তা নিয়ে সংশয় জাগে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'লেটস গেট চেকড'য়ের সনদস্বীকৃত পুষ্টিবিদ মেগান এরউইন বলেন, "লেবু পানির প্রচলিত উপকারিতাগুলো অধিকাংশেরই কোনো বৈজ্ঞানিক সমর্থন নেই। তার মানে এটাও নয় যে লেবু পানির কোনো উপকারিতা নেই।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "লেবু ভিটামিন সি'র দারুণ উৎস। মাত্র এক টেবিল-চামচ লেবুর রস যোগায় ১০ মি.লি. গ্রাম ভিটামিন সি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক চাহিদা ৭৫ থেকে ৯০ মি.লি. গ্রাম।" ভিটামিন সি একটি শক্তিশালী 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যও অত্যন্ত উপকারী। হৃদরোগ, ক্যান্সার, বয়সের সঙ্গে আসা শারীরিক সমস্যা, চোখে ছানি পড়া ইত্যাদি রোগের আশঙ্কা কমায় এই লেবুর রস।

আবার সাধারণ মৌসুমি সর্দিজ্বরের চিকিৎসাতেও এই লেবুর রস অত্যন্ত কার্যকর একটি উপাদান।

তিনি আরও বলেন, "লেবুর গুণের প্রধান বিষয় হল এই আর্দতা যোগান। আর এর জন্য 'সিট্রাস' উপাদানের প্রয়োজন হয় না। আর শুধু জল ও শরীরের বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে পারে। প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীরের বিষাক্ত উপাদানগুলো বের করে দিতে যকৃত আর বৃক্ক দুটোরই চাই প্রচুর জল ।"

তাহলে রাতে লেবু জল পান করা কী উপকারী?

এরউইন বলেন, "সারাদিনের যেকোনো সময় লেবু জল পান করার মাধ্যমে শরীরে জল আর ভিটামিন সি, দুটি অত্যন্ত উপকারী উপাদানের যোগান দেওয়া সম্ভব। তবে রাতে ঘুমানো আগে পান করাটা উপকারী হবে কি-না, নির্ভর করবে ওই ব্যক্তির ওপর।"

কুসুম গরম লেবু জল শরীরে আরাম দেবে, যা মানসিক চাপ কমাতে ভালো ঘুম আনবে। আবার সন্ধ্যার দিকে চুমুকে চুমুকে লেবু পানি পান করা হবে স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

"তবে রাতে ঘুমানোর ঠিক আগেই পানীয় পান করার কারণে ঘুমের মাঝে মূত্রত্যাগের বেগ চাপতে পারে। যাদের বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা আছে তাদের জন্য ঘুমানো আগে লেবু জল হবে যথেষ্ট ক্ষতিকর। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে একদিন তা পান করে শরীরের প্রতিক্রিয়া বোঝা।"

যদি কোনো সমস্যা দেখা না দেয় তবে রাতে ঘুমানো আগে লেবু জল করা অপকারী হবে না।

মাল্টিভিটামিন কি আসলেও প্রয়োজন?

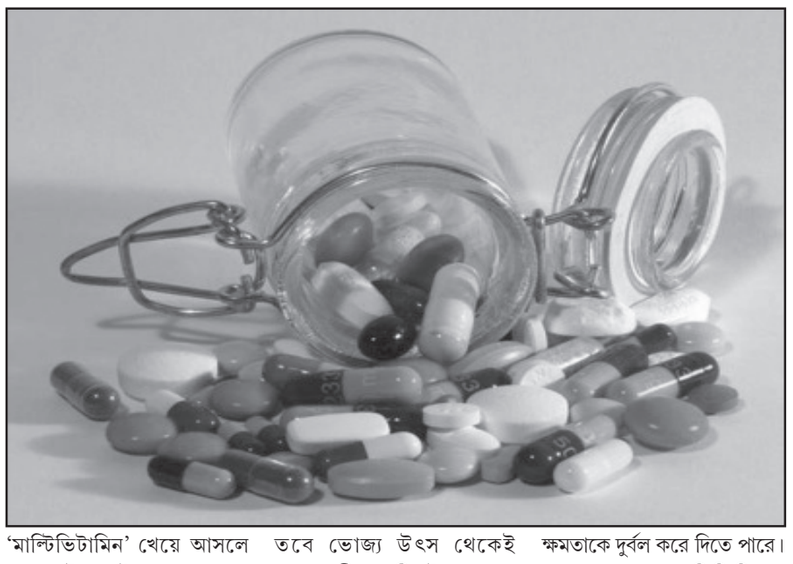

না বুঝে 'মাল্টিভিটামিন' গ্রহণ করলে উপকার নাও মিলতে পারে। কোন বয়সে তা সেবন করা উচিত, কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা না থাকার পরেও এগুলো খাওয়া কি নিরাপদ? আসলেও কতটুকু কার্যকর? কোন 'মাল্টিভিটামিন'টা খাওয়া উচিত?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কজন সেবনকারী জানেন।

বাল্টিমোর'য়ের 'ইন্টারনাল মেডিসিন ফিজিশিয়ান' ভিভেক চেরিয়ান 'রিয়েলসিম্পল' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানান 'মাল্টিভিটামিন'য়ের জটিল এই বিষয়গুলো সম্পর্কে।

মাল্টিভিটামিন কাদের জন্য উপকারী

ডা. চেরিয়ান বলেন, "৭০ বা তদূর্ধ বয়সের প্রায় ৭০ শতাংশ আমেরিকান নাগরিক গড়ে প্রতিদিন একটি 'মাল্টিভিটামিন' সেবন করেন। তাই বলে অভ্যাসটাকে কখনই স্বাস্থ্যকর বলার উপায় নেই। কারণ 'মাল্টিভিটামিন' প্রয়োজন কি-না তার উত্তরটা সাধারণ হ্যাঁ কিংবা না দিয়ে হয় না।"

বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন 'মাল্টিভিটামিন' সবেন করলে তিনি সব ধরনের ভিটামিন একবারেই পেয়ে যাচ্ছেন, ফলে খাবার থেকে পর্যাপ্ত না পেলেও স্বাস্থ্যহানির কোনে সুযোগ থাকবে না। ডা. চেরিয়ান বলেন, "এমনটা যে আসলেই হবে তার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, বরং অনেক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন 'মাল্টিভিটামিন' খেয়ে আসলে কোনো উপকারই হয় না।"

তিনি আরও বলেন, "উপকার নেই আবার ক্ষতিও নেই। কারও ক্ষেত্রে এর উপকারিতা চোখে পড়ে। যেমন বয়সের সঙ্গে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, মেজাজের আকস্মিক তারতম্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া গতি কমাতে সহায়ক হতে পারে এই 'মাল্টিভিটামিন' সেবনের অভ্যাস।"

মোটকথা এই উপকারিতার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমান নেই বলে যে এর কোনো উপকারিতা নেই সেটা বলাও সঠিক নয়।

যাদের গ্রহণ করা উচিত ডা. চেরিয়ান বলেন, "একজন মানুষ যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখেন, নিয়মিত ফল, সবজি, প্রোটিন, পরিপূর্ণ শষ্য ইত্যাদি খান তবে ভোজ্য উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'মাল্টিভিটামিন' কোনো কাজে আসবে না।"

তবে সহজাতভাবেই ভিটামিন ডি এবং ই'য়ের অভাব থাকা মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আর এই দুই ভিটামিন খাবার থেকে পাওয়া সহজ নয়। সেক্ষেত্রে 'মাল্টিভিটামিন' জরুরি।

"অপরদিকে কিছু ওষুধ শরীরের পুরি ঘাটতি তৈরি করে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ডাই-ইউরেটিক' ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়, যা জলবিয়োগের মাত্রা বাড়ানোর কারণে শরীরে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। বুক জ্বালাপোড়া সারানো ওষুধ ভিটামিন বি টুয়েলভ শোষণ করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে 'মাল্টিভিটামিন' উপকারী হবে।

সঠিক 'মাল্টিভিটামিন' বেছে নিতে করণীয় ডা. চেরিয়ান বলেন, "চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ফার্মেসি থেকে 'মাল্টিভিটামিন' কিনে খাওয়াটা প্রচণ্ড বোকামি। পুষ্টি চাহিদা নির্ভর করে লিঙ্গ আর বয়সের ওপর। আবার এমন একটি বেছে নিতে হবে যা পুষ্টি উপাদানের দৈনিক চাহিদার পুরোটাই পূরণ করতে পারে।" তবে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর ক্যালসিয়ামের মাত্রা 'মাল্টিভিটামিন'য়ে কম রাখা হয় বরাবরই। এই বিষয়গুলো পরখ করে, প্রয়োজনীয়তা বুঝে কোনটা বেছে নিতে হবে সেই সিদ্ধান্তটা চিকিৎসকের কাছ থেকেই নিতে হবে।

হারানো ভালোবাসার মানুষের ওপর থেকে মায়া কাটানোর পন্থা

এমন ঘটনা মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আর ছেড়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষের ওপর থেকে মায়া কাটাতেও বেশ কাঠ খড় পোড়াতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'লাভ ডিসকোভারি ইন্সটিটিউট'য়ের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা এবং যৌন-সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ক্যারোলিনা পাটাকি বলেন, "সম্পর্কে অবনতি ঘটলে অথবা কাছের কাউকে হারিয়ে ফেলার পরে মানুষ হিসেবে আমরা সাধারণভাবেই নিজেদের ওপর দোষারোপ করে থাকি। এতে কষ্ট আরও বাড়তে থাকে।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "তাকে ভোলা আরও কষ্টকর হয়ে যায়। তাই বাস্তবতা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার প্রয়োজন।"

অনুভূতির সঙ্গে যুদ্ধ নয়

যুক্তরাষ্ট্রের 'বুক্সানি কাউন্সেলিং কেয়ার'য়ের প্রতিষ্ঠাতা রচনা বুক্সানি মিরপুরি বলেন, "অনুভূতি অনেকটা চোরাবালির মতো। এর সঙ্গে যতই যুদ্ধ করা হবে ততই এর গভীরে তলিয়ে যেতে হয়।"

তার মতে, বিচ্ছেদের খারাপ অনুভূতির সঙ্গে যুদ্ধ না করে বরং এর কারণে হওয়া দুঃখ, একাকিত্ব এবং মন খারাপের মতো অনুভূতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিলে দীর্ঘদিন এই কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় না। অনুভূতির প্রকাশ

অনুভূতির প্রকাশ ঘটে কান্না, চিৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে।

পাটাকির মতে, "ব্যর্থ সম্পর্কে শারীরিক ও মানসিক খারাপ লাগার অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক এবং তা প্রকাশের জন্য কান্না, দুঃখ বা অন্যান্য কষ্টের অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হলে তাতে দ্বিধা করা ঠিক নয়।"

কান্না করা

পাটাকি ব্যাখ্যা করে বলেন, "আবেগ প্রকাশের জন্য কান্না সবচেয়ে বেশি উপকারী। কারণ এর মধ্য দিয়ে মানসিক চাপ, খারাপ লাগা ও অন্যান্য খারাপ অনুভূতি প্রকাশিত হয়। তাই নিজের শরীর থেকে চাপ কমাতে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো উচিত।"

নিজের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকা

'ইনশুয়েটিভ রিলেশনশিপ হিলার অ্যান্ড সৌলমেট মিডিয়াম'য়ের ব্রিয়েনা কোলেট বলেন, "অন্যের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে সময়ের প্রয়োজন। বিচ্ছেদের অনুভূতি অনেকটা মৃত্যুর মতোই।" পছন্দের কাউকে হারানো, পরিবার থেকে আলাদা হওয়া, বন্ধু ও আত্মীয় থেকে বিচ্ছেদ ইত্যাদির মতো যন্ত্রণার সঙ্গে তাল মেলাতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ও ধৈর্য্য ধরা প্রয়োজন।

আবেগজনিত সমস্যা শারীরিক ক্ষতির কারণও হতে পারে।

নিজেকে ক্ষমা করা

পাটাকি মনে করেন, বিচ্ছেদের পরে নিজেকে ও অন্যকে ক্ষমা করতে পারার মতো মানসিকতা তৈরি করা প্রয়োজন। না হলে এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে না। আর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তিনি আরও বলেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মানুষ বিচ্ছেদের পরে নিজেকেই বেশি দোষারোপ করতে থাকে যা যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন সবকিছু আসলে আমাদের হাতে থাকে না। তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ওঠার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।" নিজের যত্ন

বুক্সানি মিরপুরি বলেন, "বিচ্ছেদের পরে অধিকাংশ মানুষই নিজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন যা করা ঠিক নয়। নিজের মন ও শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য ধ্যান শরীরচর্চা ও মাঝেমধ্যে কাজের ফাঁকে বিরতি নিয়ে নিজের সঠিক পরিচর্যা করা এ যন্ত্রণা অনেকটাই কমাতে সাহায্য করে।"

অতিরিক্ত পাউরুটি খেলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে যেসব রোগ

সকালের খাবারে পাউরুটি রয়েছে বেশিরভাগ মানুষেরই পছন্দের তালিকায়। সন্ধ্যার টিফিনেও আবার অনেকে পাউরুটি খেয়ে থাকেন। স্যান্ডউইচ কিংবা জ্যাম বা মাখন লাগিয়ে পাউরুটির টোস্ট খেতে মন্দ লাগে না, আর খেতে বেশি সময়ও যায় না। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে পাউরুটি খেলে অনেকেই হয়তো জানে না যে, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য তা খুব খারাপ।

এর ফলে শরীরে বেশ কিছু মারণ রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে।

আসুন পাউরুটি বেশি খেলে আমাদের শরীরে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে জেনে নেওয়া যাক- ব্লাড সুগার বাড়ায়

প্রতিদিন পাউরুটি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, যার ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়ে। আর ডায়াবেটিস হওয়া মানে, তার সাথে আরও অনেক রোগ আসে। হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যাও বাড়ে।

মানসিক অবসাদ

আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, পাউরুটি খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়, ফলে বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণও বেড়ে যায়। এই কারণে মানসিক অবসাদের মতো সমস্যাও অনেক গুণ বাড়ে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে

গবেষণায় দেখা গেছে, পাউরুটি বা ময়দা দিয়ে প্রস্তুত কোনো খাবার নিয়মিত খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই বাড়ে। আর কোলেস্টরল বৃদ্ধি পেলে হার্টের নানা সমস্যার ঝুঁকি বাড়বে।

পেট ভরে কিন্তু পুষ্টি মেলে না

পাউরুটি খেলে ক্ষুধা হয়তো মেটে, কিন্তু শরীর সঠিক পুষ্টি পায় না। আপনার সন্তান যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রতিদিন পাউরুটি খায় তবে সে অপুষ্টির শিকার হতে পারে।

ওজন বাড়ে

গবেষণা অনুযায়ী, পাউরুটি খাওয়ার পর শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়তে থাকে, এর ফলে ওজনও বাড়তে শুরু করে।

দ্রুত হাঁটবেন নাকি অনেক দূর হাঁটবেন

দ্রুত হাটা আর আরাম করে হাঁটা দুটোরই নিজস্ব উপকারিতা আছে। প্রতিদিন হাঁটাহাঁটির অভ্যাস যাদের আছে তাদের হাঁটার সময়কাল হয় বিভিন্ন। কখনও হাতে অঢেল সময়, আয়েসি ভঙ্গিতে অনেকটা পথ হাঁটা হয়। কোনোদিন হাতে সময় থাকে না, ফলে দ্রুত হেঁটে কোটা পূরণ করতে হয়।

যতক্ষণ বা যতদূরই হাঁটেন না কেনো, উপকার আছেই এবং সেজন্য নিজেকে বাহবা দিন।

তবে দ্রুত হাঁটা আর অনেকটা পথ হাঁটার মধ্যে কোনটা বেশি উপকারী সেটা জানতে চাইলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন'য়ে অবস্থিত 'ইউটি হেল সাইন্ট সেন্টার অ্যাট হিউস্টন'য়ের অন্তর্ভুক্ত ম্যাকগভার্ন মেডিকাল স্কুল'য়ের 'স্পোর্টস কার্ডিওলজিস্ট' জন হিগিন্স বলেন, 'দ্রুত হাটা আর আরাম করে হাঁটা দুটোই নিজস্ব কিছু উপকারিতা আছে।" অল্প দূরত্বে দ্রুত হাঁটা

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জন হিগিন্স বলেন, "ধরে নেওয়া যাক, আপনার কাঁধে নানান দায়িত্ব। সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যেতে হবে, বাজার করতে হবে, অফিসের কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি। এরই মাঝে একফাঁকে একটু হাঁটাহাঁটির সময় বের করে নিতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত গতিতে হেঁটে অল্প সময়ে অনেকটা পথ হাঁটলে সময়ের সদ্ব্যবহার হবে।" ১৫ মিনিট দ্রুত গতিতে হাঁটার মাধ্যমে ৩০ মিনিট আরাম করে হাঁটার সমান ব্যায়াম হবে। আবার এই হাঁটা 'অ্যারোবিক এক্সারসাইজ' হিসেবেও কাজ করবে। ফলে হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে, জ্ঞানীয় ক্ষমতা বাড়বে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হবে, মেজাজ ভালো থাকবে।

আরাম করে হাঁটা যদি হাতে সময় থাকে তবে ধীর গতিতে লম্বা সময় হাঁটা বেশি উপকারী হবে। ডা. হিগিন্স বলেন, "ধীরে হাঁটলে সময় বেশি লাগলেও জোরে হাঁটার সম-পরিমাণ উপকারই মিলবে। সঙ্গে কমবে আঘাত পাওয়া ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।" আবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে হাঁটার ক্ষমতা বাড়বে, ফলে ভবিষ্যতে আরও লম্বা সময় হাঁটার জোর পাবেন। কতদূর হাঁটা হল সেই পরিমাণটা দেখলে মানসিক তৃপ্তি পাবেন, যা আরও হাঁটার অনুপ্রেরণা যোগাবে। মনে রাখতে হবে, শারীরিক উপকারের পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তিও জরুরি।

বিষয় হল ডা. হিগিন্স বলেন, "সবচাইতে ভালো হবে গতি আর সময়- দুটোর স্বাস্থ্যকর মিশ্রণ। সপ্তাহের একদিন শরীরের ওপর চাপ প্রয়োগ করুন, ভারী ব্যায়াম করুন। বাকি দিনগুলো হালকা ব্যায়াম।"

শরীরের এই পরিবর্তন গুলো ভুলেও করবেন না

অনেক সময় আমরা শরীরের নানা নীরব লক্ষণ এড়িয়ে যাই কিংবা অবহেলা করি। যা পরবর্তীতে বড় ধরনের বিপদের কারণ হতে পারে। তাই যদি কখনও অনুভূত হয় যে শরীরের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটছে, তা মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। যেসব পরিবর্তন অবহেলা করবেন না- ১. শরীরের কোনো স্থান হতে অনভিপ্রেত রক্তক্ষরণ, বার বার মলত্যাগ, ৩. আকস্মিক ওজন হ্রাস,৪.হঠাত রেগে যাওয়া ৫. শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস ৬. স্কিন র‍্যাশ যা থেকে চুলকানো হয় ৭. নাক ডাকা ৮. দীর্ঘস্থায়ী খুশখুশে কাশি ৯. দাঁতের সমস্যা হওয়া ১০. প্রিয়জনের নাম মনে রাখতে না পারা এ সমস্যাগুলো এক বা একাধিক এক সঙ্গে থাকতে পারে। যেমন- আকস্মিক ওজন হ্রাস, পাকস্থলী, গলনালী, প্যানক্রিয়াস অথবা ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ। এ ব্যাপারে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির প্রধান ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ড় রিসার্ড ওয়েন্ডারের মতে কোনো ধরনের ডায়েটিং অথবা এক্সারসাইজ ছাড়া শরীরের ওজন ১০ কেজি কমে গেলে অবশ্যই ক্যান্সারের বিষয়টি মাথায় আনতে হবে। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এসব সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। তাই তাদের মতে, শরীরের যে কোনো ধরনের রোগের লক্ষণ কোনো ভাবেই অবহেলা করা উচিত নয়।

দেশের অর্থনীতিতে পর্যটনের বিরাট অবদান রয়েছে অসীম সম্ভাবনা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের অর্থনীতিতে পর্যটনের বিরাট অবদান রয়েছে, দেশের প্রতিটি রাজ্য ও প্রতিটি অঞ্চলে এমন অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে পর্যটন বাড়াতে চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এই চারটি বিষয় হল-পরিচ্ছন্নতা, সুবিধা, সময় ও চিন্তাধারা। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে শুক্রবার গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের কাছে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলা এগারোটা নাগাদ দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নতুন সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমরা বিশ্বের বহু দেশের কথা শুনি, জানতে পারি সেই সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান কতটা বেশি। আমাদের তো প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি অঞ্চলে এমন অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী স্থান আগে অবহেলিত ছিল, সেগুলি এখন সকলের প্রচেষ্টায় বিকশিত করা হচ্ছে। বেসরকারি সেক্টরও সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে। ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া এবং দেখো আপনা দেশ-এর মতো প্রচারাভিযানগুলি বর্তমানে দেশের গৌরবকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে, পর্যটনের প্রচার করছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বর্তমান সময়ে পর্যটন বাড়াতে চারটি বিষয় জরুরি। প্রথমত পরিচ্ছন্নতা- আগে আমাদের পর্যটন স্থান, পবিত্র তীর্থস্থানগুলি অস্বাস্থ্যকর ছিল। স্বচ্ছ ভারত অভিযান এই চিত্র পাল্টে দিয়েছে। পর্যটন বাড়ানোর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সুবিধা। তবে সুযোগ-সুবিধার পরিধি শুধুমাত্র পর্যটন স্থানে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। যাতায়াতের সুবিধা, ইন্টারনেট, সঠিক তথ্য, চিকিৎসা-সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই লক্ষ্যে দেশেও চলছে সর্বাত্মক কাজ। পর্যটন বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়। এখন টোয়েন্টি-টোয়েন্টির যুগ। মানুষ ন্যূনতম সময়ে সর্বোচ্চ স্থান কভার করতে চায়।' এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পর্যটন বাড়াতে চতুর্থ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের চিন্তাভাবনা। আমাদের চিন্তাভাবনা উদ্ভাবনী ও আধুনিক হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে আমরা কতটা গর্বিত, সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।' মোদী বলেছেন, 'আমার ক্ষেত্রে ভোকাল ফর লোকালে পর্যটনই আসে। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগে, আগে সিদ্ধান্ত নিন ভারতের ১৫-২০টি বিখ্যাত স্থানে যাবেন। দেশকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয়, তাহলে এই পথেই চলতে হবে।'

নিভছে না অমর জওয়ান জ্যোতি, একত্রিত হচ্ছে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে না অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা, বরং একত্রিত করা হচ্ছে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখার সঙ্গে। শুক্রবার ভারত সরকার সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, 'এটা পরিহাসের বিষয়, যাঁরা ৭ দশক ধরে জাতীয় যুদ্ধ স্মারক তৈরি করেননি তাঁরা এখন হাহাকার করছেন, যখন দেশের শহীদদের প্রতি স্থায়ী ও উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে।' সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, '১৯৭১ এবং তার আগে এবং পরের সমস্ত যুদ্ধের শহীদদের নাম জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে রাখা হয়েছে। তাই সেখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শিখা জ্বালিয়ে রাখাই সত্যিকারের ''শ্রদ্ধাঞ্জলি''।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনাদের স্মৃতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল অমর জওয়ান জ্যোতি।

১৯৭২ সালের ২৭ জানুয়ারি ইন্দিরা এই স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেছিলেন। পাথরের স্তম্ভে উল্টো করে রাখা ৭.৬২ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং তার উপর একটি সেনা শিরস্ত্রাণের স্মারক রয়েছে সেখানে। আর তার সামনে সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকে আগুনের শিখা। ঠিকানা বদলে এ বার তা চলে যাচ্ছে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরত্বের 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এ। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া গেট চত্বরের 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এর উদ্বোধন করেছিলেন।

৩৭০ দিনে ১৬০.৪৩-কোটি টিকাকরণ ওমিক্রন দ্রুত ছড়াচ্ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত ৩৭০ দিনের মধ্যে ভারতে ১৬০ কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৭৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬০.৪৩-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬০,৪৩,৭০, ৪৮৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৬৯২ জন। বৃহস্পতিবারের থেকে ৪.৩৬ শতাংশ বেশি। ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ৭০.১৫-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৯, ৩৫,৯১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭১,১৫, ৩৮,৯৩৮-এ পৌঁছেগিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৩৫,৯১২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৫৪ জন।

এজলাসে আবেগপ্রবণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : লাগাতার দলীয় নেতাকর্মীদের আক্রমণের মুখে পড়ে তৃণমূলে কার্যত কোনঠাসা সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শুনানি চলাকালীন হাই কোর্টে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, "আমাকে দমানো যায়নি। বিভিন্ন সময় সমস্যার সম্মুখীন হয়েও অবিচল রয়েছি।" রেশন ডিলারদের একটি মামলায় শুনানি শেষে তাঁর অবস্থা দেখে বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ আছেন?" উত্তরে কল্যাণবাবু বলেন, "আপাতত শারীরিক ভাবে সুস্থ এবং মানসিক ভাবে সতর্ক (অ্যালার্ট) আছি।" তার পরই আবেগপ্রবণ হয়ে কল্যাণ বলেন, "অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। ভিখারি পাসোয়ান মামলায় আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।" এজলাসে দাঁড়িয়েই কল্যাণবাবু মন্তব্য করেন, তাঁর জুনিয়ররা প্রায় সকলেই আজ বিচারপতি হয়ে গিয়েছেন। কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমার জুনিয়র এক জন অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। তাই সবার ভালোবাসায় আমি ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাব।" সম্প্রতি সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে দলের একাংশের তুমুল সমালোচনা ও আক্রমণের মুখে পড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ। এমনকি তাঁর নামে নালিশ জানিয়ে প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনার কাছেও গণ সাক্ষর সম্বলিত চিঠি গিয়েছে। এবং তা পাঠানোর নেপথ্যে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ আইনজীবীদেরই একটি অংশ।

বাংলা নববর্ষে টালা ব্রিজ খুলে দেওয়ার আশ্বাস, কাজ খতিয়ে দেখলেন পূর্তমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি স)। আগামী বাংলা নববর্ষে টালা ব্রিজ খুলে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য। শুক্রবার ব্রিজ পরিদর্শনের পর একথা জানালেন পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্য ছিল ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ব্রিজ খুলে দেওয়া হবে। করোনা আবহে কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। যদিও ৩ মাসের মধ্যেই টালা ব্রিজ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। ২০২০ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি টালা ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টালা ব্রিজ। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল পুরানো এই সেতুর জীর্ণ অবস্থার বিষয়টি। তার পরেই রেলের সঙ্গে আলোচনার করে সেতুটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে নতুন করে সেতুটি তৈরির কাজও শুরু হয়। টালা ব্রিজ বন্ধ থাকায় আপাতত বিকল্প পথে যান চলাচল করছে। টালা ব্রিজ খুলে গেলে যান চলাচলের ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা মিটে যাবে। এর আগে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, আসন্ন পয়লা বৈশাখের আগেই নতুন চেহারায় খুলে দেওয়া হতে পারে টালা ব্রিজ। এমনই চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। রাজ্য বিধানসভায় সরকারের এই পরিকল্পনার কথা গত বছরের নভেম্বরে জানিয়েছিলেন পূর্তমন্ত্রী। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করে, মার্চ-এপ্রিলে নাগাদ রেল ওভারব্রিজ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এদিন সেতু পরিদর্শনের পর মন্ত্রী জানালেন, তিন মাসের মধ্যেই এই ব্রিজ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নদিয়া জুড়ে নজরদারি পুলিশ ও বিএসএফের

নদিয়া,২১ জানুয়ারি(হি. স.) : নদিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এই জেলায় আলাদা নজরদারি থাকে। গত কয়েকদিন ধরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, বিএসএফের অত্যন্ত সক্রিয়তা নজরে পড়েছে। বছরের এই সময়টা পুলিশ, বিএসএফকে যৌথ মহড়া দিতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার চাঁদপুর, ভাজনঘাট, বিজয়পুর, হোগলবেড়িয়া, মুরুটিয়া, তেহট্ট, হাঁসখালি থানার সহ একাধিক সীমান্ত এলাকায় পুলিশ, বিএসএফ নজরদারি চালাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নাকা চেকিং, নিয়ে তল্লাশি থেকে ওয়াচ টাওয়ারেও চলছে এই নজরদারি। অচেনা বা সন্দেহজনক কাউকে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আচমকা গাড়ি গতি বাড়ানো থেকে পরিচিত মানুষকে বারবার ঘোরাঘুরি করতে দেখলে তার সঙ্গে কথা বলছে বিএসএফ। নদিয়ার সীমান্ত এলাকায় এর আগে জঙ্গিরা একাধিকবার আস্তানা গেড়েছে। সীমান্তে ঢিলেঢালা প্রহরার সুযোগ নিয়ে এর আগে সুব্রত বাইন, খাগড়াগড় বিস্ফোরণে মারা যাওয়া জঙ্গী শাকিল গাজিরা করিমপুরের মুরুটিয়া থানার পাইকশা থানারপাড়া এলাকায় ঘাঁটি গড়েছে। রীতিমতো সংসার পেতে বসবাস করছে। জালনোট, পাচার, অনুপ্রবেশের সমস্যা সীমান্তবাহিনীকে নিয়মিত ভুগিয়ে আসছে। মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ হয়ে ভারতের ঢোকার চেষ্টা বারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এই সকল বিষয়ে সীমান্তরক্ষীদের সাবধান থাকতেই হয়। সেক্ষেত্রে নদিয়ার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে ২২২ কিলোমিটার এলাকায় সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে পুলিশ জওয়ানরা এই সময় নজরদারি চালাতে ব্যস্ত। স্থলভাগে কাঁটাতার আছে ৪ কিলোমিটার। নদিয়াতে মোট অরক্ষিত এলাকা আছে ২৩.৭ কিলোমিটার। নদিয়ার হোগলবেড়িয়া মুরুটিয়া সহ তেহট্ট মহকুমাতে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার ভীমপুর থানার রাঙিয়াপোতা মহাখোলা নিয়ে প্রায় সাড়ে ছ" কিলোমিটার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার হাঁসখালি থানা এলাকায় ৩.৭ কিলোমিটার এলাকার নদীর ওপর ফেন্সিং নেই।

ভারতের প্রকৃত শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রতীক নেতাজি : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের প্রকৃত শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রতীক হলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। নেতাজিকে প্রণাম জানিয়ে টুইট করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেসকে, অমিত শাহ টুইটে লিখেছেন, ভারতমাতার বীর সন্তানের অমর অবদানকে ভুলে যেতে কোনও কসরত বাকি রাখেনি কংগ্রেস। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে বসতে চলেছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়াব মূর্তি। গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি হতে চলেছে এই মূর্তি। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই টুইট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দু"টি টুইটের প্রথমে টুইটে অমিত লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিরাট মূর্তি বসানো হবে, সমগ্র দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের খবর। কিংবদন্তি নেতাজির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সব কিছু করেছিলেন।' দ্বিতীয় টুইটে অমিত শাহ লেখেন, 'ভারতের প্রকৃত শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রতীক হলেন নেতাজি। বীর সন্তানের অমর অবদানকে ভুলে যেতে কোনও কসরত বাকি রাখেনি কংগ্রেস। নেতাজির ১২৫ তম জয়ন্তীতে ইন্ডিয়া গেটে তাঁর মূর্তি বসানোর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আমাদের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে।'

তৈরি হবে গ্রানাইট দিয়ে, নেতাজির বিরাট মূর্তি বসবে ইন্ডিয়া গেটে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিরাট মূর্তি বসবে ইন্ডিয়া গেটে। দেশবাসীকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই। শুক্রবার টুইটে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দেশ যখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজির বিরাট মূর্তি বসবে ইন্ডিয়া গেটে। প্রধানমন্ত্রী এদিন টুইট করে আরও জানিয়েছেন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিশালাকার মূর্তির নির্মাণকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তাঁর একটি হলোগ্রাম মূর্তি আপাতত একই জায়গায় থাকবে। আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেই হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করবেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই মূর্তিই হবে নেতাজির প্রতি দেশের প্রকৃত সম্মান।

সপ্তাহান্তের কারফিউ চাইছে না দিল্লি সরকার, বাইজলকে সুপারিশ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী হতেই বিধিনিষেধে কিছুটা ছাড় দিচ্ছে দিল্লি সরকার। এই মুহূর্তে সপ্তাহান্তের কারফিউ আর চাইছে না দিল্লি সরকার। এই সম্পর্কিত সুপারিশ দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বাইজলের কাছে পাঠিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি দিল্লির বাজারে জোড়-বিজোড় ব্যবস্থা তুলে নিতেও চাইছে দিল্লি সরকার। ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে বেসরকারি অফিসগুলিতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক সেই অনুমতিও চেয়েছেন কেজরিওয়াল। কোভিড-সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের কারণে দিল্লিতে লাগু করা হয়েছিল সপ্তাহান্তের কারফিউ। শুক্রবার রাত দশটা থেকে সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত দিল্লিতে বলবৎ থাকত সপ্তাহান্তের কারফিউ। কিন্তু, কোভিড-সংক্রমণ কমতেই সপ্তাহান্তের কারফিউ তুলে নিতে চাইছে দিল্লি সরকার। পাশাপাশি মার্কেট থেকে জোড়-বিজোড় নীতিও চাইছে না দিল্লি সরকার। দিল্লির উপ-রাজ্যপালের অনুমতি মিললেই, সপ্তাহান্তের কারফিউ উঠে যাবে দিল্লি থেকে।

উত্তর-পূর্বের অনন্য সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরা : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২১ জানুয়ারি দিনটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠা দিবস। শুক্রবার সকালে শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই রাজ্যগুলি উত্তর-পূর্বের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং অনন্য ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭১-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইনের অধীনে এই তিনটি রাজ্য ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত হয়। স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই তিনটি রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, স্থাপনা দিবসে মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরার জনগণকে শুভেচ্ছা। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই রাজ্যগুলি উত্তর-পূর্বের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং অনন্য ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্যের নাগরিকদের সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য কামনা করছি।

পশ্চিমাঞ্চলীয় ঘানায় বিস্ফোরণে মৃত ১৭, আহত কমপক্ষে ৫৯ জন

আক্রা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার গ্রামীণ পশ্চিমাঞ্চলীয় খনি শহর বোগোসোর কাছে এক শক্তিশালী বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৭ জন। আহত হয়েছেন আরও ৫৯ জন। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খননের কাজে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পরিবহনের সময় একটি গাড়ি ও মোটরবাইকের মধ্যে সংঘর্ষের পর ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণের পর কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়তে থাকে। অনেক বহুতল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই দুর্ঘটনাকে দুঃখজনক উল্লেখ করে এক টুইটার বার্তায় ঘানার প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো আড্ডো জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজে দেশের সেনাবাহিনীও যোগ দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরকবোঝাই ওই গাড়িটি ঘানার পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি স্বর্ণখনিতে যাচ্ছিল। কানাডার সংস্থা কিনরস ওই খনির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। খনি থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দূরে বিস্ফোরণ হয়।

"এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রতি নেতাজির আনুগত্য, ভক্তি এবং উৎসর্গের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা" নাড্ডা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মরণে ইন্ডিয়া গেটে মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে টুইট করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।নাড্ডা লিখেছেন, "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, কোটি ভারতীয়দের আদর্শ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মরণে ইন্ডিয়া গেটে একটি বিশাল মূর্তি স্থাপনের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রতি নেতাজির আনুগত্য, ভক্তি এবং উৎসর্গের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা।"

সুষ্ঠু ভাবে গঙ্গাসাগর মেলা সম্পন্ন করার জন্য আয়োজকদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনা আবহে সুষ্ঠু ভাবে গঙ্গাসাগর মেলা সম্পন্ন করার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী শুক্রবার এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি লিখেছেন আয়োজকদের। মুখ্যসচিব অভিনন্দন বার্তায় লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মেলা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিটি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, লঞ্চ ও ভেসেল কর্মী, পঞ্চায়েত, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মেলা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।চিঠিতে বলা হয়েছে, কোভিড আবহে যে ভাবে সবকিছুর সুষ্ঠু সমাপন হয়েছে, তাতে আয়োজকদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

২৩ জানুয়ারি সম্পূর্ণ লকডাউন তামিলনাড়ুতে, ঘোষণা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ২৩ জানুয়ারি, রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউন বলবৎ থাকবে তামিলনাড়ুতে। ঘোষণা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। করোনার বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ১৬ জানুয়ারি যে সমস্ত অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি অনুমোদিত ছিল, সেই পরিষেবাগুলির অনুমতি থাকবে। যে সমস্ত পরিষেবা এবং কার্যক্রমে সেই দিন বিধিনিষেধ ছিল (২৩ জানুয়ারি) তেমনটাই লাগু থাকবে।

২৩ জানুয়ারি সমগ্র তামিলনাড়ুজুড়ে লাগু থাকবে কঠোর লকডাউন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, চেন্নাই সেন্ট্রাল, এগমোর রেলওয়ে স্টেশন এবং কোয়াম্বেদু বাস টার্মিনাসে আগত যাত্রীদের সুবিধার জন্য, অটোরিক্সা পরিষেবা এবং ক্যাব পরিষেবাগুলির অ্যাপ্লিকেশন-ভিত্তিক রিজার্ভেশনে অনুমতি দেওয়া হবে। রেল স্টেশন এবং জেলার বাস টার্মিনাসগুলিতে তা প্রযোজ্য হবে। সাধারণ মানুষের কাছে লকডাউন মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, ওই দিন বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ বাড়ির বাইরে বেরোবেন না।

৫.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প মিজোরামে কাঁপল উত্তর-পূর্ব ও বঙ্গের উত্তরাংশ

চামফাই, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মিজোরাম। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে, ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশেও। রিখটার স্কেলে ভূকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৬। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলায় কম্পন অনুভূত হয়। বিকেল ৩.৪২ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়।

শুক্রবার বিকেল ৩.৪২ মিনিট নাগাদ মিজোরামের চামফাইয়ের কাছে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। মিজোরাম, মণিপুর, অসম ও উত্তরবঙ্গে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চামফাইয়ের ৫৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ৬০ কিলোমিটার গভীরে। কম্পন বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। তবে, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

অমর জওয়ান জ্যোতির মশাল নিভল শিখা মিশল জাতীয় যুদ্ধসৌধের শিখায়

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা মিশে গেল জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখায়। শুক্রবার বিকেলে সেনা জওয়ানরা অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখাকে বহন করে আনেন। এরপর তা মিশিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখায়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রয়াত সেনাদের স্মৃতিতে ইন্ডিয়া গেটের কাছে অমর জওয়ান জ্যোতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন থেকে জ্বলছিল এই অনির্বাণ শিখা।

কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ৪০০ মিটার দূরে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের অনির্বাণ শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে অমর জওয়ান জ্যোতির সেই অনির্বাণ শিখা। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিখা বহন করে যুদ্ধ স্মারকে আনেন বাহিনীর জওয়ানরা। শুক্রবার বিকেলে দুই শিখা মিশে গেল। উল্লেখ্য, অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখাকে নিকটবর্তী জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের (ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল) শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শেষ প্রহরে গর্জে উঠেছিল বিরোধীরা।

সুপ্রিম কোর্টের বাইরে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের কাছে শুক্রবার দুপুরে নিজের গায়ে দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল এক ব্যক্তি। আশপাশের লোকজন ও পুলিশ আগুন নিভিয়ে ফেলে। আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত ওই যুবকের নেওয়া এই পদক্ষেপের কোনও স্পষ্ট তথ্য পায়নি পুলিশ।

তথ্য অনুযায়ী, বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের এক নম্বর গেটের কিছুদূরে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিভিয়ে পিসিআরের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভারত মহাসাগর ও ওমান সাগরে যৌথ সামরিক মহড়া ইরান-রাশিয়া-চিনের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করছে ইরান, রাশিয়া ও চিন। শুক্রবার থেকে ভারত মহাসাগর এবং ওমান সাগরের অংশবিশেষে এই নৌমহড়া শুরু হচ্ছে। ভারত মহাসাগর ও ওমান সাগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই নৌমহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, '২০২২ মেরিন সিকিউরিটি বেল্ট' নামের এ মহড়ায় ইরান, রাশিয়া ও চিনের মেরিন এবং এয়ারবোর্ন ইউনিট অংশ নেবে। মহড়ার মুখপাত্র রিয়ার এডমিরাল মোস্তফা তাজউদ্দিন জানিয়েছেন, ইরান, রাশিয়া ও চিনের অংশগ্রহণে এটি হচ্ছে তৃতীয় মহড়া এবং ভবিষ্যতেও এমন মহড়া অব্যাহত থাকবে। আজকের এ মহড়ার মূল স্লোগান হচ্ছে "শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ঐক্য" যা সমুদ্রের ১৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার এবং তিন দেশের মধ্যে বহুপক্ষীয় সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করাই এই মহড়ার লক্ষ্য। এছাড়া এ মহড়ার অন্য লক্ষ্যগুলো হল- বিশ্ব শান্তি, সমুদ্র নিরাপত্তার প্রতি তিন দেশের যৌথ সমর্থন, জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই, আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের নিরাপত্তা, সমুদ্র সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিভিন্ন ধরনের অভিযান পরিচালনার কৌশলগত অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়। হিন্দুস্থান সমাচার /

মেখলিগঞ্জে একাধিক কাজের সূচনা করলেন শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী

মেখলিগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে রাস্তা তৈরি, ভবন সংস্কার সহ ৭টি কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী।

শুক্রবার কাজের সূচনা করে মন্ত্রী জানান, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭টি কাজের জন্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজগুলি সম্পন্ন হলে এলাকাবাসী উপকৃত হবেন। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান কেশব দাস, পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্যা সোমা ভৌমিক সহ আরও অনেকে।

বন্ধ ঘরে অক্সিজেনের অভাব, গয়ায় শ্বাসকষ্টে মৃত্যু মা ও তিন সন্তানের

গয়া, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ঘরের ভিতরে জ্বালিয়ে ছিলেন আগুন, বন্ধ ছিল ঘরের দরজা। এর ফলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় ঘরে, ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হল মা ও তিন সন্তানের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের গয়া জেলার আত্রি থানা এলাকায়। মৃতদের নাম-বিভা দেবী, তাঁর সন্তান সিমরন কুমারী, আরিয়ান কুমার ও অঙ্কিতা কুমারী। শুক্রবার সকালে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয় ঘর থেকে।

পুলিশ জানিয়েছে, শীত থেকে বাঁচতে বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালিয়েছিলেন বিভা দেবী। বন্ধ ঘরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়, ঘুমের মধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর পুলিশ আসে। বন্ধ ঘর থেকে ৪ জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেছে পুলিশ।

জোলাইবাড়ীতে সরকারি উদ্যোগে ধান ক্রয়, কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জানুয়ারি।। জোলাইবাড়ীতে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজে কৃষকদেরমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষকরাযায়। রাজ্যসরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে। এরইমধ্যে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয়করার জন্য রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে এফ সি আই এর মাধ্যমে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের পক্রিয়া চলছে। গত রবিবারথেকে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী মোটরস্টেন্ড সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্টানের মধ্যদিয়ে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ শুরুহয়। শুক্রবার ধানক্রয়ের কাজ পরিদর্শনেযান বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, জোলাবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা। সকলেগিয়ে ধানক্রয়ের কাজ পরিদর্শনকরেন এবং এইধান বিক্রিকরতে এসে কৃষকরা কোনোপ্রকার আসুবিধার সন্মুখিন হচ্ছেকিনা তা জানার প্রয়াস চালান। এইদিন কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানকে কাছেপেয়ে খোবইখুশি কৃষকরা। সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলেধরেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তিনিজানান আগামীকাল পর্যন্ত ধান ক্রয়ের সময়সীমা নির্ধারন করাহলেও কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে আরো দুইদিন বৃদ্ধীকরাহয়েছে। তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস জানান এই সময়ের মধ্যে কৃষকদের কাছথেকে সমস্ত ধানক্রয়করা সম্ভবহবেনা। তাইতিনি এই ধান ক্রয়ের কাজের সময়সীমা আরো বৃদ্ধীকরার জন্য আবেদনকরবেন। যাতেকরে সরকারিসুবিধা গুলি সঠিকভাবে কৃষকরা পায় তার প্রয়াস চালিয়েযাবে। তত্বাবধায়কের কাছ থেকে এইকথা জানতেপেরে কৃষকদের মধ্যে আনন্দের বাতাবরন লক্ষ্যকরাযায়।

ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান পেলেন ডাঃ প্রতাপ সান্যাল ও ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান পেলেন হেলেন দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস সম্মাননা হিসেবে নাগরিক পুরস্কার ও পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ অবদান রাখায় তাঁদেরকে সম্মানিত করা হয়। এবার ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান পেয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. প্রতাপ সান্যাল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুষ্ঠানে ডা. প্রতাপ সান্যালের হাতে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান তুলে দেন। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা, মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়। সামাজিক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট সমাজসেবী হেলেন দেববর্মাকে ত্রিপুরা ভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। সম্মাননা হিসেবে তাঁর হাতে ২ লক্ষ টাকা, মারক, মানপত্র ও উত্তরীয় তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নাগরিক পুরস্কারের মধ্যে সঙ্গীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট গীতিকার সুবিমল ভ-াচার্যকে শচীন দেববর্মণ ম'তি সম্মান প্রদান করা হয়। তাঁকে সম্মাননা ।পন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে বিশেষ অবদান রাখায় দীপালি দেববর্মাকে দেওয়া হয় মহারাণী কা'নপ্রভা দেবী ম'তি সম্মান। তাঁকে সম্মাননা ।পন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাল উদ্ভাবনের জন্য আশার আলো স্বসহায়ক দলের সদস্যা তানিয়া সাহাকে দেওয়া হয় বি'ান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার। সম্মাননা হিসেবে তাঁদেরকে ১ লক্ষ টাকা, মারক, মানপত্র ও উত্তরীয় দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে নাগরিক সম্মানের পাশাপাশি আরও ১০ জনকে পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার হিসেবে সামাজিক কাজকর্মে বিশেষ ভূমিকা রাখায় এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক অন্তরা নাহাকে সুনাগরিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় বেস্ট স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আহরণ এডুমার্ট প্রাইভেট লিমিটেডকে। এই সংস্থার প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। উদ্যান পালনে কুল চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়ায় ক'ষি/ উদ্যান পুরস্কার দেওয়া হয় বিক্রমজিত চাকমাকে। বিক্রমজিতের হয়ে তাঁর ভাইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষে সাফল্য পাওয়ায় পুরস্ক'ত করা হয় রাজশেখর দাসকে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন খাদ্য মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব।শূকর পালনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করায় প্রাণী পালনে সম্মান প্রদান করা হয় মৃণাল কান্তি দাসকে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। হস্তকারু শিল্পে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য রীমা দেববর্মাকে গ্রামীণ শিল্প (হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, মৌমাছি পালন) পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্ক'ত করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। শিল্প উদ্যোগী ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য মেসার্স আনন্দ স্পাইসেস ইণ্ডাস্ট্রির হাতে শিল্প উদ্যোগী পুরস্কার তুলে দেন সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। কর্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য টকেন অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধির হাতে বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার তুলে দেন শ্রম মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখায় দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেডের হাতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অভিজিৎ ভ-াচার্যকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুখ্যসচিব কুমার অলক তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার হিসেবে তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা, মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দৌরাত্ম্য

● আটের পাতার পর

ালীমন্দিরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে চোরেরা চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে। মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। পরপর এসব ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল রাতে নাইট কারফিউ চলাকালে দূর্গা চৌমুহনী বাজারে হানা দেয় চোরের দল। দূর্গা চৌমুহনী বাজারের শিবু মজুমদারের দোকানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে সিগারেটসহ মূল্যবান প্রায় ৯০ হাজার টাকা জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় লোকজনেরা দরজার তালা ভাঙ্গা দেখে দোকানের মালিককে খবর দেন। দোকানের মালিক এসে লক্ষ করেন ঘরের ভিতরে থাকা সিগারেটসহ মূল্যবান অন্যান্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। এ ব্যাপারে রামনগর আউটপোস্টের পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।

উল্লেখ্য, দূর্গা চৌমুহনী বাজারে গত এক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পর পর বাজারে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারের ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনমনে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। রাত্রিকালীন পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দাবি উঠেছে। নাইট কারফিউ চলাকালে পুলিশের টহলের মধ্যে কিভাবে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দূর্গা চৌমুহনী বাজারের ব্যবসায়ীরা।

মথার

● আটের পাতার পর

জোলাইবাড়ীর পূর্ব পিলাক গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে গরীব দুস্থদেরমধ্যে শীতথেকে রক্ষাপাবারজন্য কম্বলবিতরনকরাহয়। আজকের এই কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ তিপ্রামথা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিহানু মগ, তিপ্রামথা দলের ব্লক প্রেসিডেন্ট হর মজুমদার ত্রিপুরা সহ তিপ্রামথা দলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। তিপ্রামথা দলের এইধরনের উদ্দ্যোগেকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বেশ কয়েকবার চিকিৎসাও করা হয়েছে। গোপেন্দ্র দেবনাথের স্ত্রী ও দুই সন্তান বিলোনিয়াতে রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে ভূপেন্দ্র দেবনাথকে মানসিক অসুস্থ বলা হলেও হঠাৎ করেই বা তিনি কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন সে নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বিলোনিয়াতে নিজ বাড়ি, স্ত্রী ও দুই সন্তান থাকা সত্বেও তিনি কেন ভাগ্যপুড়ের বাড়িতে থাকেন সে নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

ডাবল

● প্রথম পাতার পর

এক সূচনা মাত্র এবং ত্রিপুরার প্রকৃত ক্ষমতার ব্যবহার এখনো বাকি রয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসনে স্বচ্ছতার সাথে কাজের মাধ্যমে উন্নয়নে নেওয়া উদ্যোগ ত্রিপুরাকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গ্রামীন ক্ষেত্রে উন্নয়নকে পৌছে দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের জীবনজীবিকা আরও সরল এবং উন্নত করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশ যেদিন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, ঠিক ওই সময়ে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ করবে। নতুন সংকল্প এবং নয়া সম্ভাবনার দৃষ্টিতে তা এক মহান সময় হবে।

সার্জারি

● প্রথম পাতার পর

সকালে রোগী শয্যা থেকে উঠে বসেছেন ও খাবার খেয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বহি:রাজ্যে গিয়ে ওই সার্জারির জন্য ন্যুনতম আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হতো এবং অন্যান্য খরচ আলাদা যা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্ত, ত্রিপুরায় সম্পুর্ন বিনামূল্যে ওই রোগীর সার্জারী হয়েছে। কারণ, তাঁর কাছে আয়ুষ্মান ভারত হেল কার্ড ছিল।

এদিন ডা: ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২৫টি এঞ্জিওগ্রাম, ৯টি স্থায়ী পেসমেকার ও ৩টি অস্থায়ী পেসমেকার বসানো, ৮০টি ডায়ালাইসিসের চ্যানেল এবং ডিজিটাল এঞ্জিওগ্রাম নতুন ক্যাথ ল্যাবে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও দুইটি বাইপাস সার্জারিও সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, ৪৭টি শিশুর জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটি শনাক্ত করা হয়েছে। তাদেরও সার্জারির বিষয়ে পরিকল্পনা চলছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় খোঁজখবর করে কোন খোঁজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর ৬ দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ মহিলার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অবিলম্বে নিখোঁজ মহিলাকে খুজে বের করার জন্য পরিবারের তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

মৃত্যু পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৬৪২২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৭৭২১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.২১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯১.০৪ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৫৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া তিনটি জেলায় শতাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৯৫ জন, উত্তর জেলায় ১১২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২২ জন, ধলাই জেলায় ১৪০ জন, ঊনকোটি জেলায় ৯৭ জন, খোয়াই জেলায় ৩০ জন এবং গোমতি জেলায় ৯৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

চিত্রকল্প। বিকাশের দলিল, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ২৫ বছর বাদে ত্রিপুরার চেহেরা কেমন হবে তার রূপরেখা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত দীর্ঘ সময় পরাধীনতা সহ্য করেছে। তাতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পূরণের সংকল্প স্থির করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরাকে বিকশিত, সুরক্ষিত এবং আত্মনির্ভর বানানোর কাজ জোর গতিতে চলছে। প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে দিল্লির দুরত্ব কমেছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অতীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দুর্নীতির আতুরঘর ছিল। উন্নয়নে বরাদ্দ অর্থ মানুষের কাছেই পৌছাত না। আজ দিল্লি থেকে সমস্ত অর্থ শুধুই উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামীদিনে ত্রিপুরায় বিকাশ ও বিনিয়োগ অপেক্ষা করছে। কারণ, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হতে চলেছে।

আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২৫ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, দুই দশকের বেশি সময় ধরে ত্রিপুরা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। কারণ, ত্রিপুরাকে পিছিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট শাসন কোন কসুর রাখেনি। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে এনলেএফটি উগ্রপন্থীদের সাথে শান্তি সমঝোতা অনেক বড় সাফল্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্রু চুক্তি তিন দশকের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর নেশামুক্ত রাজ্য গড়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। নেশা সামগ্রী পাচারের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে, শুধু ত্রিপুরা নয় সমগ্র দেশ উপকৃত হচ্ছে। বিশেষ জনজাতি অংশের মানুষ দারুনভাবে উপকৃত হচ্ছেন। তাঁর সাফ কথা, ডাবল ইঞ্জিনে ত্রিপুরায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মানুষের গড় আয় বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১ লক্ষ টাকা গড় আয় বেড়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরে হয়েছে ১.৩০ লক্ষ টাকা। তিন বছরে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট প্রশংসনীয় অবদান, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় বেড়েছে কৃষকের আয়ও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃষকের আয় দ্বিগুন করার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে ত্রিপুরায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যেখানে ছিল ৬৫৮০ টাকা, ২০২০-২১ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১১০৯৬ টাকা।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় দারুন উন্নতি হয়েছে। প্রায় ২৬ শতাংশ গম্ভীর অপরাধ কমেছে। সবমিলিয়ে নতুন যুগের সূচনায় ত্রিপুরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, কুর্ণিশ জানিয়ে বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

কাজ চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ভূমিকা নেবে আগামী ২৫ বছরের পরিকল্পনা। আগামী ২৫ বছর ত্রিপুরা কোন পথে অগ্রসর হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত ধরে তা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ভবিষ্যৎ রূপরেখা যুবকদের রোজগারের নয়া দিশা দেখাবে। ২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রতিতে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি 'নিউ ইঞ্জিন' রূপে মূল উন্নয়নের স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতি সম্পতি অত্যাধুনিক মানের বিমানবন্দর চালু হয়েছে রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আত্মনির্ভর মহিলারাই আত্মনির্ভর রাজ্য নির্মাণ করতে পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মহিলা ক্ষমতায়ন ও স্বশক্তিকরণ ও রোজগার সৃজনের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর অর্থনীতি ছিলো প্রায় ১০০ কোটি টাকার। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির পরেও প্রায় ২৬ হাজার স্বসহায়ক দল গঠিত হয়েছে। এরসাথে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যুক্ত রয়েছেন। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর ১ হাজার কোটি অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ফলশ্রতিতে ৫০০ মহিলা কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিএসআর বাহিনীতে মহিলা নিয়োগের মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কমেছে মহিলাদের উপর অত্যাচার। বেড়েছে মামলা নিপত্তির হার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮তে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু রোজগার ছিলো ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৭৪ টাকা। ২০২০-২১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৫ টাকা। ২০১৭-১৮-তে ক'ষকদের রোজগার ছিলো ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে ত্রিপুরার স্বনির্ভর ক'ষকদের রোজগার ১১ হাজার ৯৩ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর হীরা প্লাস মডেলের ফলশ্রতিতে বর্তমানে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে রোগী বহির্রাজ্যে রেফারের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে আত্মনির্ভরতার মানসিকতা। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কর্ম সৃজন হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ১০ হাজার সরকারি চাকরি হয়েছে। আরও নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পূর্ণরাজ্য দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজকের দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হিসেবে ৫০ বছর পূর্ণ করলো। সি ক্যাটাগরি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত রাজ্য হিসেবে চলার পর পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ত্রিপুরা। আর এই ৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে অনেক বদলেছে রাজ্য। রেল পরিষেবা সম্পসারণ থেকে শুরু করে নানাদিক দিয়ে উন্নতি ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছরের পুরনো রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধান হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে মিশন মুডে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হিসেবে পথ চলার প্রেক্ষাপটে মহারাণী কা'নপ্রভা দেবীর বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এজন্য মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে ত্রিপুরার গণতন্ত্রের মাতা হিসেবে অভিহিত করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য রাজ্য সরকার ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সূচিত হয়েছে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬টি জাতীয় সড়ক প্রকল্প পেয়েছে রাজ্য। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা গুটি গুটি পায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। এখন আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সরাসরি বিমান চলাচল করছে।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা একটা সময় রাজন্যশাসিত ছিলো। ১৮৪ জন মহারাজা শাসন করে গিয়েছেন। তাদের পরাক্রমের জন্য বিটিশরা এই রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে পারেনি। আজকের দিনে ত্রিপুরার সমস্ত মহারাজা এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। এর পাশাপাশি এই দীর্ঘ ৫০ বছর সময়ে ত্রিপুরার উন্নয়নে এবং জাতি জনজাতিদের মধ্যে শান্তি, সম্পীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষায় যারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাদেরকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে রাজ্যবাসীকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত পার করতে হয়েছে। আমাদের আরও অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে মুখ্যসচিব কুমার অলক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরার জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। ওইদিনই উত্তর পূর্বের মেঘালয় ও মণিপুরের সাথে ত্রিপুরাও পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। আর এই দীর্ঘ ৫০ বছরে অনেক ঘটলাবলির সাক্ষী থেকেছে ত্রিপুরা। আগামীতে রাজ্য কোন দিকে এগিয়ে যাবে এজন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে ভার্চয়াল পদ্ধতিতে পূর্ণরাজ্য দিবসের পোস্টেজ স্ট্যাম্প, ইণ্ডিয়া পারফিউম আগর উডের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পাশাপাশি 'লক্ষ্য ২০৪৭' ডকুমেন্টের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

জানা গেছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর সিংগির বিল এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর দাস।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কৈলাশহর এর সিংগির বিল এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল দীপঙ্কর দাস। তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দীপঙ্কর দাস নামে ওই যুবক।

বাইক দূর্ঘটনায় মৃত এক, আহত হয়েছেন দুই জন। ঘটনা লংতরাইভ্যলী মহকুমার মনু থানার অন্তর্গত নালকাটা জাতীয় সড়কে। মৃত যুবকের নাম সান্ধ্যারাই রিয়াং(২৫)। আহতরা হলেন সূর্যরাম রিয়াং(৩০) ও শচীন্দ্র দেববর্মা (২৭)। প্রত্যেকের বাড়ি মনু থানার অন্তর্গত রমনি রিয়াং পাড়ায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নম্বর বিহীন পালসার বাইক নিয়ে তিনজন বিরাশি মাইল থেকে নিজবাড়ী রমণী রিয়াং পাড়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। নালকাটা এলাকায় আসলে গতি হারিয়ে বাইকটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মনু থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সান্ধ্যারাই রিয়াং। তাকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মনু হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আহতদের প্রথমে মনু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়া কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সংঘবদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। কেন এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই হয়তো এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

এক দিনের সিরিজেও লজ্জার হার ভারতের এক ম্যাচ বাকি থাকতে জয়ী প্রোটিয়ারা

পার্ল, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : টেস্ট সিরিজের পর এবার একদিনের সিরিজে হেরে গেল ভারত। শুক্রবার পার্লে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি লোকেশ রাহুল ও তেম্বা বাভুমারা। দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক কেএল রাহুল। নির্ধারিত সময়ে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৮৭ তোলে ভারত। জয়ের জন্য ২৮৮ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে ১১ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ের পাশাপাশি এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজও পকেটে তুলল বাভুমা অ্যান্ড কোম্পানি।

পার্লের বোলান্ড পার্কের যে পিচে প্রথম ম্যাচ খেলা হয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই একই পিচ ব্যবহার করা হয়। জেতার একটাই ফর্মুলা ছিল, প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া এবং বড় রান তোলা। টসের পর ভারতের অধিনায়ক কেএল রাহুলের মুখেও শোনা গিয়েছিল সে কথাই। এমনকি, শুরুটা ভালই হয়েছিল ভারতের। আগের দিন রাহুল শুরুতে ফিরলেও, শুক্রবার উইকেট কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। যোগ্য সঙ্গত দেন শিখর ধবন। তবে ৬৩ রানের মাথায় এডেন মার্করামকে সুইপ করতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন ধবন। নামলেন বিরাট কোহলী।

প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরানের মনে করা হয়েছিল এই ম্যাচেও তাঁর ব্যাট থেকে বড় রান আসবে। কিন্তু পঞ্চম বলে অদ্ভুত ভাবে আউট হয়ে ফিরলেন কোহলী। কেশব মহারাজের আপাত নিরীহ বলে ড্রাইভ করতে গেলেন। শর্ট কভারে থাকা বাভুমার কাছে লোপ্পা ক্যাচ গেল। অনেকেই তখন দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, কোহলী এ ভাবেও আউট হতে পারেন! তিন ধরনের ক্রিকেটেই তিনি আর নেতা নন। এটা মানসিক ভাবে কি কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে তাঁর উপর? শুক্রবারের তাঁর আউট হওয়ার ধরন দেখে এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

চার নম্বরে ঋষভ পন্থ ভারতের ধস সামলালেন। রাহুলের সঙ্গে জুটি বেঁধে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন ভারতের রান। রাহুলের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন পন্থ। এর আগে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা হলেও, শুক্রবার যেন স্বাভাবিক মেজাজেই দেখা গেল ভারতের উইকেটকিপারকে। দ্বিতীয় উইকেটে ১১৫ রান যোগ হওয়ার পরে ভাঙল জুটি। অর্ধশতরান করেই মাগালার বলে ভ্যান ডার ডুসেনের হাতে ক্যাচ দিলেন রাহুল। পরের ওভারেই ফিরলেন পন্থ। অহেতুক তুলে মারতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন তিনি। না হলে এক দিনের ক্রিকেটে জীবনের প্রথম শতরান শুক্রবারই করে ফেলতে পারতেন। রাহুল এবং পন্থ পরপর ফেরার পরই ভারতের রানের গতি কমে যায়। মাঝের অর্ডার ফের ব্যর্থ। শ্রেয়স আয়ার এবং বেঙ্কটেশ আয়ার হাতে অনেকটা সময় পেলেও বড় রান করতে পারলেন না। উল্টে আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করার পর শুক্রবার ৪০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দিলেন শার্দূল ঠাকুর। তিনি না থাকলে ভারতের স্কোর ২৮৭ রানে পৌঁছয় না।

তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাট করতে নামার শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেয় তারা হাল ছাড়তে রাজি নয়। একের পর এক বোলিং পরিবর্তন করেও কুইন্টন ডি'কক বা জানেমন মালানকে ফেরাতে পারছিলেন না রাহুল। ভারতের প্রথম সাফল্য আসে ২২তম ওভারে। ততক্ষণে প্রথম উইকেটে উঠে গিয়েছে ১৩২ রান। ৭৮ রান করে শার্দূলের বলে ফিরে যান ডি'কক। ক্রিজে আসেন বাভুমা। দু'জনে মিলে ঠান্ডা মাথায় খেলে ক্রমশ জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। একদিনের ক্রিকেটে চতুর্থ শতরানের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন মালান। কিন্তু ক্রিজে জমে গিয়েও ৯১ রানের মাথায় বুমরার বলের লাইন বুঝতে না পেরে বোল্ড হয়ে গেলেন। তার পরের ওভারেই ফিরলেন বাভুমাও। কিন্তু মার্করাম এবং ডুসেনের সৌজন্যে জয়ের রান তুলতে অসুবিধা হয়নি প্রোটিয়াদের।

যোগাসন স্পোর্টস এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

শেষ আটে বিলবাওকে পেল রিয়াল

কোপা দেল রের কোয়ার্টার-ফাইনালে আথলেতিক বিলবাওকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল সোসিয়েদাদ খেলবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে। স্প্যানিশ কাপ নামে পরিচিত প্রতিযোগিতাটির শেষ আটের ড্র অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। এক লেগের কোয়ার্টার-ফাইনালের অন্য দুই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভালেন্সিয়া ও কাদিস এবং রায়ো ভাইয়েকানো ও রিয়াল মায়োর্কা।শেষ ষোলোয় এলচেকে ২-১ গোলে হারানো রিয়াল মাদ্রিদ আগামী ১, ২ অথবা ৩ ফেব্রুয়ারি সান সামেসে বিলবাওয়ের বিপক্ষে খেলবে। নির্দিষ্ট তারিখ পরে জানানো হবে। আর প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ৩১ বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনাকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ বার এর শিরোপা জেতা বিলবাও। সেমি-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বিলবাওয়ের বিপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার খেলোয়াড়দের হয়তো পাবে না কার্লো আনচেলত্তির দল। জাতীয় দলের হয়ে তখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য ব্যস্ত থাকবেন তারা ব্রাজিলের আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচের দলে আছেন রিয়ালের নিয়মিত একাদশের চার জন- কাসেমিরো, এদের মিলিতাও, রদ্রিগো ও ভিনিসিউস জুনিয়র। এছাড়া উরুগুয়ে দলে ডাক পেয়েছেন ফেদে ভালভেরদে। তারা মাদ্রিদে ফিরবেন ২ ফেব্রুয়ারি। প্রাথমিকভাবে ওই দিনই নির্ধারিত হয়েছে রিয়ালের শেষ আটের ম্যাচটির সূচি। একইভাবে সোদিয়েদাদের বিপক্ষে রিয়াল বেতিস হয়তো পাবে না চিলির গোলরক্ষক ক্লাওদিও ব্রাভো, আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার হেরমান পেস্সেইয়া, মিডফিল্ডার গিদো রদ্রিগেস, মেক্সিকোর আন্দ্রেস গুয়ার্দাদো ও দিয়েগো লাইনেসকে। তারা সবাই জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে শীর্ষে থাকা ব্রাজিল ২৭ জানুয়ারি খেলবে একুয়েডরের বিপক্ষে। পাঁচ দিন পর পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা ২৭ জানুয়ারি চিলির মুখোমুখি হবে।

করোনার থাবায় ভারতের অনূর্ধ ১৯ দলে ডাক পেলেন বাংলার অভিষেক

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনা হানা ভারতের অনূর্ধ ১৯ দলে। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন যশ ধূল-সহ ৬ জন ক্রিকেটার। একাধিক ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেলেন বাংলার অভিষেক পোড়েল। টুর্নামেন্টে এমন পরিস্থিতি দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে আঁচ করেই বিসিসিআইয়ের তরফে পাঁচজন রিজার্ভ ক্রিকেটারকে ক্যারিবিয়ানে পাঠানো হচ্ছে। এই পাঁচজন ক্রিকেটারের মধ্যে দলে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। বাকি চার ক্রিকেটার হলেন উদয় শরণ, রিশিথ রেড্ডি, অংশ গোসাই এবং পিএম সিং রাঠোর।

আয়ারল্যান্ড ম্যাচের আগেই ভারতীয় অনূর্ধ ১৯ দলের অধিনায়ক যশ ধুলসহ হাফ ডজন ক্রিকেটার করোনার কবলে পড়েন। আইরিশদের বিরুদ্ধে কোনোক্রমে ১১ জন নিয়ে মাঠে নেমে ম্যাচ জিততে তেমন অসুবিধা না হলেও, টুর্নামেন্টে এমন পরিস্থিতি দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে আঁচ করেই বিসিসিআইয়ের তরফে একেবারেই সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্রিকেটারদের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়েছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। তিনি জানান, 'হ্যাঁ, ভারতীয় বোর্ড পাঁচজন রিজার্ভ ক্রিকেটারকে ক্যারিবিয়ানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের ওখানে পৌঁছে ছয়দিন নিভৃতবাসে কাটাতে হবে। তবে আশা করছি দল নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে শেষ করবে এবং ২৯ জানুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনালের আগে সকলে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

গ্রুপ পর্যায়ে ভারতের আর একটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। ২২ জানুয়ারি উগান্ডার বিরুদ্ধে নিশান্ত সিন্ধুরা নিজেদের গ্রুপ পর্বের অন্তিম ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচ জিততে ভারতের খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী ১৭ জনের স্কোয়াডে, ভারতের ছয়জন ক্রিকেটার বর্তমানে নিভৃতবাসে থাকায় একদম ১১ জন ক্রিকেটারই মাঠে নামার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে যাতে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই কারণেই বিসিসিআই রিজার্ভ ক্রিকেটারদের আগেভাগে পাঠিয়ে রাখছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করছে ভারত

পার্ল, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। শুক্রবার পার্লে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি লোকেশ রাহুল ও তেম্বা বাভুমারা। দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক কেএল রাহুল। আজ অপরিবর্তিত প্রথম একাদশ নিয়েই দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে মাঠে নেমেছে ভারত।

আজকের ম্যাচটা ভারতের কাছে কার্যত ডু অর ডাই ম্যাচ। আজ জিততে পারলে সিরিজে সমতা ফেরাতে পারবে মেন ইন ব্লু। আইসিসির ওয়ান ডে ব্যাঙ্কিংয়ে ৪ নম্বরে রয়েছে ভারত এবং ৫ নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। হেড টু হেডে নজর রাখলে দেখা যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ৩৫বার মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দল। যার মধ্যে ২৩ বার জিতেছে প্রোটিয়ারা এবং ১০ বার জিতেছে ভারত। ২ বার কোনও ফলাফল পাওয়া যায়নি। ভারতের প্রথম একাদশ: কেএল রাহুল (অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দূল ঠাকুর, ভুবনেশ্বর কুমার, জশপ্রীত বুমরা এবং যুজবেন্দ্র চাহাল।-হিন্দুস্তান সমাচার / কাকলি

কেমো নেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন পেলে

সাও পাওলো, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : কেমো নেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে। ব্রাজিলের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে পেলের। সাও পাওলোর যে হাসপাতালে তিনি ছিলেন, তারাই বৃহস্পতিবার পেলের ছাড়া পাওয়ার খবর জানিয়েছে। গত মাস থেকে পেলের কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে।

বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পেলে। বাড়ি ফেরার পর আপাতত তিনি সুস্থই আছেন। সম্প্রতি ব্রাজিলের এক টিভি চ্যানেল জানায়, পেলের অন্ত্রে দু'টি টিউমার ধরা পড়েছে। তাঁর শরীরে ক্যান্সারের সংক্রমণ ছড়িয়েছে কি না তা জানার জন্য আরও পরীক্ষা করা হবে।

গত বছর সেপ্টেম্বরে কোলন টিউমার বাদ দেওয়ার জন্য পেলের অস্ত্রোপচার হয়। প্রায় এক মাস কড়া রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন তিনি। গত মাসে ফের হাসপাতালে ভর্তি হন কেমোথেরাপির জন্য। তবে দ্রুত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্য একাধিক বার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে এক বার কোলনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। ইদানীং বাড়ির বাইরে কোনও অনুষ্ঠানে খুব একটা এখন দেখা যায় না তাঁকে। তবে নেটমাধ্যমে যথেষ্ট সক্রিয় থাকেন তিনি।—হিন্দুস্থান সমাচার /কাকলি

করোনায় আক্রান্ত সস্ত্রীক হরভজন সিং

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং। তাঁর স্ত্রী গীতা বসরাও রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। আপাতত কোয়ারান্টিনে রয়েছেন হরভজন।শুক্রবার সকালে টুইটে করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান ভারতের প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং। টুইটে হরভজন লিখেছেন, 'আমি করোনা পজিটিভ। কিছু উপসর্গ রয়েছে। আমি নিজেকে কোয়ারান্টিন করে রেখেছি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ যা যা বিধি মেনে চলার তা মেনে চলছি।' সম্প্রতি সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন হরভজন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে বিদায় ঘটল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকারও

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে বিদায় নিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাও। আমান্ডা অ্যানিসিমোভার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত হারে শুক্রবার মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন গত বারের বিজয়ী। ওসাকা হেরেছেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৭ গেমে। নাটকীয় ম্যাচে ভীষণ চাপের মুখে দুর্ধর্ষ দক্ষতা এবং ঠান্ডা মাথার পরিচয় দিয়ে টুর্নামেন্টের এখনও অবধি সবথেকে বড় অঘটন ঘটালেন আমান্ডা। তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে প্রথম সেটে ৬-৪ ব্যবধানে জিতে এগিয়ে ছিলেন ওসাকা। তবে দ্বিতীয় সেট ৬-৩ ব্যবধানে নিজের নামে করে দুরন্তভাবে ম্যাচে সমতায় ফেরেন ২০ বছর বয়সী আমান্ডা। এই সেটে ১৩ নম্বর বাছাই ওসাকার ১৫টি উইনার মারেন তিনি। এরপর তৃতীয় সেটে এক নয়, পরপর দুই ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান আমেরিকান তরুণী। ম্যাচ টাই ব্রেকারে পৌঁছলে ১০-৫ টাই ব্রেকার জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিজের জায়গা পাকা করেন আমান্ডা। এই বছরের শুরু থেকেই তুখর ফর্মে রয়েছেন আমেরিকান তরুণী। ওসাকাকে হারিয়ে তাঁর এই মরশুমের পরিসংখ্যান ৮-০। তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নকে হারালেও আমান্ডার জন্য পরের রাউন্ডে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে। রবিবার (২৩ জানুয়ারি) তিনি অস্ট্রেলিয়ারই ভূমিকন্যা, বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা অ্যাশলে বার্টির মুখোমুখি হবেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF QUOTATIONS FOR SUPPLY OF I. (ONE) NOS OF PHOTOCOPIER MACHINE UNDER TRLM

Sealed quotations are hereby invited from reputed suppliers for procurement of I (one) nos of photocopier machine under TRLM at Office of the CEO. TRLM. Bholananda palli. Opposite of EPF office VIP Road, Agartala, Tripura, pin-799006. NIQ shall be received in the office of SMMU. TRLM upto 3.00 P.M till 27/01/2022. Detailed NIQ may be seen in the websites- www.rural.tripura.gov.in/ www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in

Sd/-illegible
(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA-C-3442/2021-22

Press Notice Inviting e -tender NO. 01/ EEINH-DIVI PWD INHYKGT/2021-22 Dt. 18.01.2022

The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unokoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Trioura' sealed item rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00Hrs. on 07.02.2022 for the following work:-

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADNG AND BIDDING APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	DNIT No: 54/ SE /PWD(NH)/NH Circle/2021-22	₹66,87,803.00	₹66,878.00	180 (One hundred eighty)days	07.02.2022 Up to 15.00 Hrs	07.02.2022 At 16.00 Hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No: 55/ SE /PWD(NH)/NH Circle/2021-22	₹66,85,984.00	₹66,860.00	180 (One hundred eighty) days				

Details can be seen in the office of the undersigned or visit: https://tripuratenders.gov.in

(Er. Biswajit Dutta)
Executive Engineer
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA-C-3443/2021-22

জাগরণ 22 January 2022, Saturday আগরতলা ২২ জানুয়ারী, ২০২১ ইং, ■ ৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান ডা. প্রতাপ সান্যালকে প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান হেলেন দেববর্মাকে প্রদান করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা । ছবি নিজস্ব।

লক্ষ্য-২০৪৭ আগামীদিনের ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে আজ রাজ্যের আগামী প্রজন্মের কাছে একটি উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উন্নয়নের রূপরেখা সম্বলিত 'লক্ষ্য-২০৪৭'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। ২০২২-২০৪৭ এই ২৫ বছরের জন্য রাজ্যের সার্বিক বিকাশের রূপরেখা 'লক্ষ্য-২০৪৭'-এ তুলে ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পি অ্যাণ্ড সি) দপ্তর থেকে এই রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সে 'লক্ষ্য-২০৪৭'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ত্রিপুরা আগামী ২৫ বছরে কোথায় পৌঁছবে এর দিশা স্থির করতে ত্রিপুরা সরকার 'লক্ষ্য-২০৪৭' রূপরেখা তৈরি করে আজকের এই গৌরবময় দিনে ত্রিপুরাবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। 'লক্ষ্য-২০৪৭' শুধুমাত্র একটি ডকুমেন্ট নয় এটি ত্রিপুরার জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা। এটি ত্রিপুরার ভবিষ্যতের রূপরেখা। আগামী প্রজন্ম বিশেষ করে যুব সম্পদায় আগামী ২৫ বছরে ত্রিপুরাকে কেমন করে গড়ে তুলবে এবং ত্রিপুরার উন্নয়নে নিজেকে কিভাবে যুক্ত করবেন তা এই 'লক্ষ্য-২০৪৭'-এর মূল আধার। 'লক্ষ্য-২০৪৭' ডকুমেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন সামাজিক সহবস্থান, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, উদ্যোগ ও বিনিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৫ বছরের জন্য দেশের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন। দেশকে বিশ্বের দরবারে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ২৫ বছরকে সংকল্পের বছর হিসেবে স্থির করে আমাদের এগুতে হবে। দেশ পরাধীন থাকার সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিলো। তা ১০০ শতাংশ পূরণের জন্যই এই ২৫ বছরের সংকল্প নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যও আগামী ২০৪৭ সালে পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষ পালন করবে। ত্রিপুরাকে আগামী ২৫ বছরে একটি উন্নত, সুরক্ষিত ও আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ার রূপরেখা 'লক্ষ্য-২০৪৭' ডকুমেন্ট তৈরি করে রাজ্য সরকার জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।

পুলিশি অভিযানে ধর্মনগরের হুরুয়ায় উদ্ধার দুই কোটি টাকার হেরোইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ জানুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশ ও ধর্মনগর থানার নেশা বিরোধী অভিযান। ধর্মনগর কলেজ রোডের জামির আলা(হুরুয়া)এলাকার আমিনুল হকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার পনেরো প্যাকেটে দুই কোটি টাকার হেরোইন সহ পরিমাপের মেশিন ও খালি কৌটা।উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক দুই কোটি টাকা।সম্প্রতি মাদক কারবারি আমিনুল হক পলাতক। ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশ ও ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর থানাধীন কলেজ রোডের জামির আলা(হুরুয়া) এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালায়। সানীয় এলাকার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সাবির আলীর ছেলে আমিনুল হকের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সাবানের কেইসে মজুদ পনেরো প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।সাথে উদ্ধার হয় হেরোইন পরিমাপের মেশিন ও অসংখ্য খালি কৌটা। উদ্ধার করা হয় নম্বার বিহীন একটি স্ক্রুটিও।তবে পুলিশি অভিযানের আঁচ পেয়ে মাদক কারবারি আমিনুল হক গা ঢাকা দেয়।বর্তমানে উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ পরিমাপের মেশিন ও নম্বার বিহীন স্ক্রুটি ধর্মনগর থানার হেফাজতে রয়েছে।এদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ সুপার ডঃ কিরন কুমার কে জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত আমিনুল হক মাদক ব্যবসা ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজিয়ে ছিল। অবশেষে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য আসে। তিনি আরো জানান,উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক দুই কোটি টাকা।মাদক ব্যবসায়ী আমিনুল হক পালিয়ে গেলেও পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে জালে তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে বলেও জানান পুলিশ সুপার।তবে মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন আদতে বাস্তব হচ্ছে কোথায়। মুখ্যমন্ত্রী দুহাত উজার করে পুলিশকে স্বাধীনতা দিলেও রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাদকের রমরমা ব্যবসা।আর তাতে কি শষ্যের মধ্যেই ভুত রয়েছে? প্রশ্ন নানা মহলে।

গাছ থেকে পড়ে গুরুতর শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। শুক্রবার বিশালগড়ের লালসিং মুড়া এলাকায় গাছ কাটতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে এক শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম স্বপন বিশ্বাস। তাকে অন্য শ্রমিকরা উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে ওই শ্রমিক বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,স্বপন বিশ্বাস সহ কয়েকজন শ্রমিক এলাকায় একটি গাছ কাটার কাজে নিযুক্ত হয়। গাছ কাটার সময় গাছের ডাল পড়ে ওই শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। বর্তমানে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নবাগত পুলিশ সুপারের চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ জানুয়ারি।। -সদ্য উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন খোয়াই জেলা থেকে আগত ডাঃ কিরণ কুমার কে। শুক্রবার দুপুরে চুরাইবাড়ি এবং কদমতলা থানা পরিদর্শনে আসেন নবাগত পুলিশ সুপার ডঃ কিরন কুমার কে সাথে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা।মূলত উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার নিয়ে জেলার সবকটি থানার পরিদর্শনেই চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানখ ঘুরে দেখেন। বার্তালাপ করেন চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সহ সকল পুলিশ কর্মীদের সাথে। বৃহস্পতিবার ধর্মনগর থানা পরিদর্শন করেছিলেন পুলিশ সুপার। এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার বলেন, রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অবৈধ প্রবেশকারী কিংবা নেশা সামগ্রী প্রবেশের ক্ষেত্রে উক্ত থানা দুটি শক্ত হাতে মোকাবিলা করছে। পাশাপাশি আগামীদিনেও চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানার পাশাপাশি জেলার বাকি এগারোটি থানাও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সহ নেশা বিরোধী অভিযানে জোর তৎপরত থাকবে বলেও জানান পুলিশ সুপার।তিনি আরো বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি ও নাইট কার্ফু নিয়েও আলোচনা করেন উক্ত দুটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে।

করোনার বিশেষ টিকাকরণ অভিযান সম্পন্ন, পেলেন ১৩ হাজার ২৪৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের করোনার বিশেষ টিকাকরণ অভিযান সম্পন্ন হয়েছে শুক্রবার। ১৯, ২০ এবং ২১ জানুয়ারি রাজ্যে আট জেলাতেই এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলে। এই তিন দিনে রাজ্যের আট জেলায় মোট ১৩ হাজার ২৪৪ জনকে টিকাকরণ করা হয়েছে। তাতে ধলাই জেলায় ২৯৪ জন, গোমতী জেলায় ১৮৬৪ জন, খোয়াই জেলায় ১৬১৮ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৬৫৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৮৪৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৮৪২ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৫৫৯ জন এবং পশ্চিম জেলায় ৩৫৬৩ জনকে টিকাকরণ করা হয়েছে।

কম্বল বিতরণ তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জানুয়ারি।। পূর্ব পিলাকগ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় তিপ্রামথা দলের উদ্দ্যোগে গরীব দুস্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরন করাহয়। শীতের কনকনে ঠান্ডাথেকে গরীব দুস্ত লোকজনদের রক্ষনার্থী এগিয়ে আসলো তিপ্রামথা দল। তিপ্রামথা দলের কর্মীদের উদ্দ্যোগে শুক্রবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্ত সংকট মেটাতে শিবির ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর,২১ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্ত সংকট দূরীকরণের জন্য এগিয়ে এলো দিনোনাথ বিদ্যামন্দিরের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকরা।

শুক্রবার উত্তর জেলার জেলা হাসপাতালের মুমুর্ষ রোগীদের রক্তের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে এলো ধর্মনগর দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দিরের এনএসএস ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রীরা। রক্তদান জীবন দান -এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দির এনএসএস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা ২১ জানুয়ারি শুক্রবার স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য এক শিবির করে। রক্তদান শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড: কাবেরী নাথ, উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জহর চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি চম্পু সোম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। রক্তদান শিবিরে বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। ব্লাড ডোনার্স এসএসসিএনএর সভাপতি জহর চক্রবর্তী স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য এনএসএস ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আরো বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা যাতে এভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসে তার জন্য তাদের প্রতিও আহ্বান রাখেন।

ইটের যোগান বন্ধ বিঘ্নিত হচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জানুয়ারি।। ইটের সাপ্লাই বন্ধ থাকার কারনে বিগত দুইমাস যাবৎ জোলাইবাড়ী ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বন্ধহয়েআছে। রাজ্যসরকার রাজ্যের উন্নয়নস্বার্থে বিভিন্নপরিকল্পনা হাতেনেওয়ার পরেও বিগত ২ মাস যাবৎ জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বন্ধহয়েআছে। এতেকরে এলাকার লোকজন উন্নয়নের ছোঁয়াথেকে বঞ্চীত হয়েআছে। এইধরনের কাজের ফলে ক্ষুব্ধহয়েআছে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা।

ঘটনার সত্যতাজাচাইকরতেগিয়ে জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাসের নিকট জানতেচাইলে তিনি কেমেরার সামনে কিছু বলেননি। তিনি এমনিতে জানান এইবিষয়ে উনায় উর্ধতর কতৃপক্ষকে জানানোহয়েছে। অপরদিকে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

তিনি জানান জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের সমস্তপ্রকারের সরঞ্জাম রয়েছে। শুধুমাত্র ব্লকের অধীনে টেন্ডার প্রাপ্ত জয়রাম ব্রীকসইন্ডাস্টির কর্নধার সপন মুনসী সঠিকভাবে ইট সাপ্লাই দিচ্ছেননা। তাই বিগত দুইমাসযাবৎ ব্লকের অধীন সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বন্ধহয়েআছে।

গরীব মানুষদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জানুয়ারি।। কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ দুর্গাপুর গাঁওসভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ৪৫ জন বেনিফিশিয়ারিকে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা ও স্বাবলম্বী করার জন্য উন্নতমানের মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়। জনগনদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল করতে বর্তমান সরকার খুবই জনবান্ধব এজন্য সরকার সমগ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন পশু পাখি পালন দারিদ্র হ্রাস ও মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদি সুন্দরভাবে এগুলো লালন-পালন করা হয় তাহলে অবশ্যই ঐ পরিবারগুলোতে সচ্ছলতা ফিরবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিসার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শুধু এই পঞ্চায়েত নয় কল্যাণপুর ব্লকের সব কটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ যে গরিব মানুষদের স্বয়ংবর বা স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই যারা এই সহায়তা পেয়েছেন সবাই বেজায় খুশি। শুধু এই প্রকল্প নয় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে মানুষকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে। আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। পশু পাখি পালনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্যাস ও মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যারা পেয়েছেন এমন উপকৃত রা সুন্দরভাবে এগুলি লালন পালন করা হয় তাহলে অবশ্যই ওই পরিবারগুলোতে সচ্ছলতা ফিরবে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকার মানুষদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নামলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জানুয়ারি।। 'সেবাই সংগঠন' স্লোগানকে পাথেয় করে- করোনার তৃতীয় ঢেউ এবং ওমিক্রণ এর থাবা থেকে সকল অংশের জনগণকে সুরক্ষার প্রয়াসে- প্রায় সাড়ে ৬ হাজার স্বাস্থ্য স্বয়ংসেবক গঠন করে- সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মাঠে নেমেছে বিজেপি নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা।

এরই অঙ্গ হিসেবে- শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে বিজেপির প্রদেশ সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, দক্ষিণ জেলার সকল মন্ডল সভাপতি সহ জেলা নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে অন্যান্য বরিষ্ঠ পদাধিকারীদেরকে নিয়ে- এক বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাথে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগন। সারাবিশ্বের বড় বড় দেশগুলি যখন করোনার প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের কর্মযজ্ঞ নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত- এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ অধিক জনবহুল দেশ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে থেকেও- দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যোগ্য ভূমিকার ফলে- দেশ এখন জনগণের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, এটা বাস্তবিক সত্য। তাই করোণার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার প্রাকমুহুর্তে- সকল নেতৃত্ব এবং কার্যকরতাকে শক্ত হাতে মাঠে নেমে- জনগণের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানান বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত।

সভাশেষে সকল নেতৃত্বদেরকে পাশে নিয়ে- করোনাকালীন পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনের সারির সৈনিক হিসেবে- কর্মরত বিলোনিয়া থানার ওসি সহ দায়িত্বরত কর্মচারীদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান তিনি। পাশাপাশি বিলোনিয়া শহরের ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে- মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃত্বরা। এছাড়াও- বিলোনিয়া প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তথা জেলা কমিটির সদস্য গৌতম দত্ত গুপ্তের অসুস্থতাজনিত কারণে, ওনার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

খোয়াইয়ে সাত দফা দাবিতে এসএফআই-র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই,২১ জানুয়ারি।। শুক্রবার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। শুক্রবার দুপুরে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্রনাথ দাসের নিকট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সাত দফা দাবির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো, কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টাইন সহ হোস্টেল চালু রাখা, নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা,পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করা, পরীক্ষার সময় কোভিড সংক্রমণের আশংকা রোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা , কোভিড বিধি মেনে ক্যাম্পাস সচল রাখা ও কোভিড পরিসিতিতে শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ফি মুকুব করা ইত্যাদি।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নাথ দাস দাবিসমূহের সাথে সহমত পোষণ করে এসম্পর্কে দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আশ্বাস দেন।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি প্রিয়তোষ দেব, বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ন দাস, ছাত্রনেতা সমিত দেবরায়, সৈকত দাস ও উদয় বিশ্বাস। দাবি মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে কোভিড বিধি মেনে ছাত্রসংগঠন আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানানো হয়।

আগরতলায় চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউ চলাকালে রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের দূর্গা চৌমুহনী বাজারে শিবু মজুমদারের দোকানের দরজার তালা ভেঙে চোরের দল ভিতরে ঢুকে ৯০ হাজার টাকার জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। এছাড়া শংকর চৌমুহনী এলাকায় আগরতলা পৌর নিগমের মেয়রের অফিসে হানা দিয়ে চোরের দল অফিসের যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে। শংকর চৌমুহনী এলাকায় একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি বিধি নিষেধ কলাপাতা কল্যাণপুরে চলছে বন্ধন স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২১ জানুয়ারি।। সরকারি বিধি নিষেধ কলাপাতা। বেশ জমিয়ে চলছে বাচ্চাদের বন্ধনের স্কুল। কোথায় কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন উঠছে জনমনে। আরো প্রশ্ন কেন মানছেন না সরকারি বিধি নিষেধ এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে এমন অনেক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে কল্যাণপুরের পশ্চিম গিলাতলী এলাকায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে করোনার তৃতীয় ডেও চলছে। শিশুদের জন্য ভয়ঙ্কর হতে পারে। শিশুদের কথা মাথায় রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক স্তর থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন পুরোপুরি কি সরকারী কি বেসরকারি স্কুল বন্ধ করেন গোটা রাজ্যে। এছাড়াও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা যারা স্কুলে আসবে তাদের স্বাস্থ্য বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর। করোনা বিধি-নিষেধকে মেনে চলার আহ্বান করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ প্রশাসনের কর্তারা।

এরইমধ্যে করোনা বিধি-নিষেধকে তোয়াক্কা না করে কল্যাণপুর বন্ধন ব্যাংক এর অধীন পশ্চিম ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের হরি কুমার নাথ পাড়া এলাকায় দেদার বন্ধন স্কুল চালিয়ে কোমলমতি শিশুদের জীবনকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধন নামক স্কুল। যা একদম বিপদজনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। বৃহস্পতিবার সকালে তা প্রত্যক্ষ করা গেল। বন্ধন স্কুলের শিক্ষিকা লিপিকা দেবনাথ এর কাছ থেকে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি জানান বিদ্যালয় বন্ধের কোনো উপর মহল থেকে নির্দেশ আসেনি উনার কাছে তাই উনি স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে চান না। এলাকার সচেতন মানুষের দাবি গত করোনার সময় কোন বিধিনিষেধ না মেনেই স্কুল চালিয়ে আসছিল বন্ধন কর্তৃপক্ষ এমনটাই অভিযোগ। প্রশ্ন হল বন্ধন কর্তৃপক্ষ কিভাবে এত কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পারে। কোমলমতি শিশুদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলার কোন অধিকার নেই বন্ধন কর্তৃপক্ষের এমনটাই অভিযোগ আনলেন স্থানিয় এলাকার জনগন। এই বিষয়ে স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য সঞ্জিৎ দেবনাথ জানান এখন থেকে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। তো প্রশ্ন উঠছে এতদিন কোথায় ছিলেন। ছোটদের বিদ্যালয় বন্ধ করার বিধি নিষেধ কবি লাগু করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু আপনারা কেন মানলেন না আরো বিভিন্ন প্রশ্ন তোলেন এলাকার সাধারণ অংশের মানুষ।

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের জন্য তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।